শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব

শ্রী মনোরঞ্জন দে

শ্রী শ্রী রাধাতত্ত্ব

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১১

প্রকাশক
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল
সূর্যোদয়
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবা. ০১৯১২ ৫২৬৫৫৪

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্‌পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

ভিক্ষা মূল্য : ১৫.০০ টাকা

উৎসর্গ

যিঁনি আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু
সেই বৈষ্ণব মহাজন
শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ মধুসূদন
মহারাজ-এর করকমলে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই বইটির এই সংস্করণ ছাপানোর জন্য অর্থানুকূল্য করেছেন শ্রীমতি সাবিত্রী রাণী দে ৫, হৃষিকেশ দাস রোড, ডালপট্টির মোড়, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০। শ্রীমতি রাধারাণীর কৃপা তার পরিবারের সবার উপর বর্ষিত হোক—এই কামনা রইল।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব

পরবর্তী বই

মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
বৈষ্ণব প্রদীপ
(বৈষ্ণব ধর্মের দুই হাজার প্রশ্নের উত্তর)

লেখকের নিবেদন

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মোলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

আমি শুদ্রাধম। ভক্তি বলতে কিছুই নেই। এহেন ভক্তিহীন লোক যদি সর্ব্বজগতের পালিকা এবং সর্ব্বজগতের মাতা শ্রী শ্রী রাধাঠাকুরাণী সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে চায় তবে তা হবে নিতান্তই ধৃষ্টতা।

শ্রীমতি রাধারাণী সম্পর্কে জানতে হলেও আগে অধিকারী হতে হয়—অর্থাৎ শ্রী রাধারাণীর চরণকমলে সম্পূর্ণভাবে যিনি আত্মসমর্পণ করতে পেরেছেন সেই অতি ভাগ্যবান জীবের পক্ষেই তা সম্ভব। এর কোনটিই আমার নেই—একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

বহুদিন পূর্বে শ্রী চৈতন্য ডোবার পরম শ্রদ্ধেয় এক বাবাজী মহারাজের কাছে শ্রীমতি রাধাজীর তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বললেন যে এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্ব এবং তথ্যাদি অতি বিরল। তিনি আমাকে শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের শ্রীপাদ রায় রামানন্দ—শ্রী গৌরহরির সংলাপ পড়ে দেখতে পরামর্শ দেন। এরপর থেকে মনে মনে বার বার ভেবেছি কীভাবে আমার মতো দীনহীন

অধমের পক্ষে রাধাঠাকুরাণীর মহিমা এবং যশ কীর্ত্তন করা সম্ভব? তাঁর অহৈতুকী কৃপা না হলে কীভাবেই বা আমি অগ্রসর হবো। এভাবেই অনেক সময় চলে গেছে। জাগতিক কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। একসময় মনে হল আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। শ্রী রাধাজীর কৃপা প্রার্থনা করে একদিন লিখতে বসলাম। আর হয়তো তাঁর অসীম কৃপায় অতি ক্ষুদ্র এই বইটি সংকলন করা সম্ভব হলো।

শ্রী রাধাজী সম্পর্কে কিছু বলা, লেখা এবং প্রকাশ অতি দুঃসাহসের ব্যাপার। আমি অতি পাপী। শ্রী রাধাজী যেন এই পাপীর ভুল তাঁর অহৈতুকী কৃপা দ্বারা ক্ষমা করে দেন। ভক্তদের কাছেও আমার বিনীত প্রার্থনা এই বইতে কোন ভুল তথ্য থাকলে যেন তারা আমাকে অনুগ্রহ করে জানান যাতে পরবর্তীতে তা সংশোধন করা যায়।

যেসব গৌড়ীয়ভক্ত এই অধমকে বইটি সংকলন করতে কৃপাশীর্বাদ এবং উৎসাহিত করেছেন তারা হলেন শ্রীপাদ পদ্মনাভ মহারাজ, ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল, শ্রী রাধাগোবিন্দ সাহা, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক এবং ভক্তপ্রবর শ্রীচন্দন পোদ্দার এবং ভক্তপ্রবর শ্রী জয় দেবনাথ প্রমুখ। এছাড়া শ্রী শ্রীরাধাবঙ্কবিহারী মন্দিরের সেবকদ্বয় শ্রীমান নিমাই প্রভু ও শ্রীমান অনন্ত প্রভু এবং শ্রী নৃসিংহ মন্দিরের সেবক শ্রী চিদানন্দ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (চিন্ময় প্রভু) ও শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সেবক শ্রী মথুরাদাস প্রভু এ ব্যাপারে সবসময় উৎসাহিত করায় তাঁদেরকে সাধুবাদ জানাই।

এই বই সংকলনের সময় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও অবদান নেই। প্রকৃত গৌড়ীয় ভক্তরা এ থেকে কিছুটা উপকৃত হলেই এই দীন হীন অভাজন কৃতার্থ হবে।

জয় জয় শ্রী শ্রী রাধাঠাকুরাণী কি জয়।

বৈষ্ণব দাসানুদাস

মনোরঞ্জন দে

সূচিপত্র

১.১. রাধাতত্ত্ব রূপ-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় শ্রী গৌরহরি ও রামানন্দ রায় সংলাপে রাধাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি অসংখ্য হলেও তিনটি হল প্রধান :

(i) চিৎশক্তি যাকে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি বলা হয়।

(ii) মায়াশক্তি যা হল তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি।

(iii) জীবশক্তি যাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ হল সৎ-চিৎ এবং আনন্দময়। আবার এই স্বরূপ শক্তির তিনটি রূপ আছে : আনন্দময় অংশে হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে আনন্দ দান করেন। এই হ্লাদিনীর সার অংশ হল প্রেমভাব। প্রেমের পরম সার হল মহাভাব। আর এই মহাভাবস্বরূপা হলেন রাধা ঠাকুরাণী। রাধারাণী হলেন প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেম বিভাবিত। তিনি হলেন কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা প্রেয়সী যা জগতে সম্যকভাবে বিদিত।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই শ্রী রাধার মূল কাজ। কারণ মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতি রাধিকা হলেন কৃষ্ণের বস্তু। তাই তিঁনি কৃষ্ণের সমস্ত বাসনাই পূরণ করেন। তাঁর বদনে কৃষ্ণের নাম, গুণ এবং যশকীর্ত্তনের বিরতি নেই। তাই একমাত্র তিনিই হলেন কৃষ্ণের প্রেমের খনি।

রাধিকা হলেন কৃষ্ণ প্রেমের লতা। আর রাধার সখীরা হলেন এর পল্লব, পুষ্প এবং পাতা। সখীরা হলেন রাধিকার তুল্যা। চাঁদের অমৃতরসে সিক্ত হলে লতা যেমন উল্লসিত হয়ে উঠে কৃষ্ণলীলার অমৃত রসে শ্রী রাধাও তেমনি উল্লসিত হয়ে উঠেন। তাঁর সেই উল্লাস দেখে সখীরাও আরো বেশি উল্লসিত হন।

শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় শ্রীপাদ রায় রামানন্দ শ্রী গৌরহরিকে সংক্ষেপে রাধার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

"মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয় মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভার।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস ॥
রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জ্বল ॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এইসব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥

কিলিকিঞ্চিতাদি-ভাব বিংশতিভূষিত ।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেম বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
মধ্যবয়স্থিতি সখী স্কন্দে করন্যাস ।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব পর্যঙ্ক ।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংশ কানে ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান ।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর ।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ-কলেবর ॥

(চৈ. চ. মধ্য ৮ । ১২৬-১৪২)

ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর "শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা" গ্রন্থে উপরোক্ত শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় বলেন : ললিতা বিশাখা তাঁর অন্যান্য অন্তরঙ্গা পার্ষদরূপে রাধারাণী বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন । রাধারাণীর শ্রী অঙ্গই বস্তুত দিব্য আনন্দের প্রকাশ, কুসুম সুরভিত কৃষ্ণ প্রেমময় । রাধারাণী তিনবার অবগাহন (স্নান) করেন । প্রথমে কারুণ্যামৃত ধারায়, দ্বিতীয়বার তারুণ্যামৃত ধারায় এবং তৃতীয়বার লাবণ্যামৃত ধারায় । এইভাবে তিনবার অবগাহন করার পর তিনি প্রসাধনরূপ কৃষ্ণ সুষুমায় অলংকৃত হন ও দীপ্তস্বরে সুশোভিত হন । এভাবে রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ অপরূপ শিল্পকলার এক চরম প্রকাশ । কম্পন, অশ্রু, পুলক স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভেদ, রতিমতা, জড়ত্ব এবং উন্মাদনাদি দিব্য ভাবালংকারে তিনি বিভূষিতা ।

এই দিব্য ভাবোন্মাদনা নয়টি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তাঁর সৌন্দর্যের অংশ প্রকাশের মাধ্যমে এদের পাঁচটি লক্ষণ প্রকাশিত এবং এইগুলি পুষ্পমালায় সুশোভিত। তাঁর ধীর কমনীয়ভাব কর্পূর শোভিত অঙ্গের আবরণের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর কেশরাজি হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি অন্তর। যে অভিমান ললাটে তিলক রেখা তাঁর সৌভাগ্যের অঙ্কন। রাধারাণীর শ্রবণ সর্বদাই কৃষ্ণনামগুণে নিবদ্ধ। তাম্বুল সেবায় ঠোঁট যেমন রক্তবর্ণ হয়, সেই রকম অনন্য কৃষ্ণ অনুরাগে রাধারাণীর নয়ন রেখা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়। এই কালো নয়নাঞ্জন রেখা রাধা-কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃতির কৌতুকের সাথে তুলনীয়।

রাধারাণীর হাসি ঠিক কর্পূরের স্বাদ। সৌরভ কক্ষে অভিমান শয্যায় শয়নের সময়, তাঁর বিরহ মালাটি তাঁর শ্রী অঙ্গে দুলতে থাকে। কৃষ্ণ অনুরাগে তাঁর বক্ষ অভিমানাম্বরে আবৃত থাকে। কৃষ্ণসখী শিরোমনী রাধা ঠাকুরাণী বীণা বাজিয়ে কৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। দিব্য গুণান্বিতা রাধারাণী সবসময়ই কৃষ্ণ সেবারতা।

শ্রীমতি রাধারাণী সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবে বিভাবিতা হয়ে কখনো বিষণ্ণা, কখনো বা অশ্রুপূর্ণা হন। সমস্ত দিব্যভাবময় রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ অপ্রতিরোধ্যভাবে অভিভূত হলে এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ হয়। কিলকিঞ্চিত নামে আর একটি ভাব ২০ রকমভাবে রাধারাণীর মধ্যে অভিব্যক্ত হন। দেহ, মন ও প্রকৃতিতে আংশিকভাবে এই ভাবগুলির উদয় হয়। প্রকাশ ভঙ্গি ও গতিবিধির উপর এই ভাবগুলির প্রকাশ হয়। সৌন্দর্য, লালিত্য, সৌরভ, বাক্, মহত্ত্ব ও ধর্মের মাধ্যমে মানসিকভাবের প্রকাশ ঘটে। লীলা, সুখানুভূতি, প্রস্তুতি ও বিস্মৃতির মাধ্যমে এই ভাবগুলি ব্যক্ত হয়। লীলা, সম্ভোগ, বিস্মৃতিরূপে নিঃসর্গীয় ভাবগুলি প্রকাশিত হয়।

রাধারাণীর ললাট সৌভাগ্য-তিলক দ্বারা এবং কণ্ঠ প্রেম বৈচিত্র্যমালায় বিভূষিত। শ্রী রাধা সর্বদাই সখীদের কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণ কথা বলেন এবং কৃষ্ণলীলায় মগ্ন থাকেন। মধুর কথায় তিনি সবসময়ই মদনমোহনকে (কৃষ্ণকে) মোহিত করে রাখেন। তিঁনি কৃষ্ণের

সব ধরনের অভিলাষ পূরণ করেন। আর এক দিক দিয়ে কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীমতি রাধারাণী অদ্বিতীয়া এবং অনন্য গুণমণি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আরো বলেন :

"যাহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥
যাঁর সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গনিবে কেমনে জীব ছার ॥

(চৈ. চ. মধ্য ৮/১৪৩-১৪৫)

অর্থাৎ দ্বারকাবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী সত্যভামা প্রতিনিয়ত রাধারাণীর কৃষ্ণসেবা সৌষ্ঠবের মান অর্জনে প্রয়াসী হন। রাধারাণীর কাছে ব্রজের গোপীরা কৃষ্ণসেবার কলাকৌশল শিখেন। অনন্যা রাধা ঠাকুরাণীর কাছে লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতী সমপর্যায়ের রূপবতী হওয়ার প্রয়াস করেন। সতী শিরোমনী অরুন্ধতী পর্যন্ত পতিব্রতা ধর্ম শিক্ষায় প্রয়াসী হন। রাধারাণীর দিব্য গুণাবলী কৃষ্ণেরও অগোচর। তাই তাঁর গুণাবলী গণনাতীত, জীবের চিন্তার অতীত।

শ্রীরূপ গোস্বামী তার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বলেন—

হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসার ভাবরূপেয় মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥

অর্থাৎ হ্লাদিনী যে মহাশক্তি যিনি সকল শক্তিগণ পূজিতা সেই রাধা হলেন তৎসারভাব রূপা, তন্ত্রে এই সত্যই প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "ব্রহ্ম সংহিতার" টীকায় ঋক্ পরিশিষ্টের নিচের শ্লোক উদ্ধার করেছেন—

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।"

আবার রাধিকা হলেন সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহনী পরা।

১.২ শ্রী রাধার আবির্ভাব লীলা

শ্রীমতি রাধিকার আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উৎস থেকে তাঁর আবির্ভাব লীলা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. গোবিন্দ বিজয় কাব্যগ্রন্থ

বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল অভিরাম দাস গোস্বামী তাঁর "গোবিন্দ বিজয়" কাব্যগ্রন্থে শ্রী রাধার আবির্ভাব সম্পর্কে বলেন : ব্রহ্মা বহুদিন ধরে একটি বাঁশি তৈরি করেন। এতে নয়টি ছিদ্র রাখেন এবং সেগুলোতে নববীজ (নববিধা ভক্তি) রোপণ করে গোবিন্দকে সমর্পণ করেন। বহুদিনব্যাপী গোলক-বৃন্দাবনে গোবিন্দ ঐ বাঁশি বাজাতেন। এক সময় পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য তাঁর ইচ্ছা হল। তখন চিন্তা করলেন ধরণীতে গিয়ে কি বিলাস করবেন। এজন্য নিজের শরীর মন্থন করে রাধাকে সৃষ্টি করে তাঁকে আগে ধরণীতে যেতে বললেন। রাধা বললেন তুমি যে পরে আসবে তার নিশ্চয়তা কি? তখন গোবিন্দ ঐ বাঁশি রাধাকে দিয়ে বললেন এটি গুপ্তভাবে রাখবে। আমি এসে এটি দ্বারা লীলা করবো। আর এই অবসরে তুমি (রাধা) নিজের শক্তি দ্বারা অসংখ্য গোপী সৃষ্টি করবে।

> "পরে অগ্রভাগ বেণুপর্ব্ব ছিল।
> লক্ষাব্দ বসিয়া ব্রহ্মা বংশী নির্ম্মাইল ॥
> নব রন্ধ্রে নব বীজ করিয়া রোপণ।
> ভক্ত হয়্যা গোবিন্দে করিল সমর্পণ ॥
> বীজাদি পুরুষ ব্রহ্ম গোলোকের পতি।
> চিরকাল ছিলা বংশী গোবিন্দ সংহতি ॥
> গোবিন্দ মুখারবিন্দ অমৃতের পানে।
> গোপীর মহিমা গুণ করিয়াছে গানে ॥
> বৃন্দাবন বিহারিতে ভারাবতারণে।
> অবতার ইচ্ছা কৈলা দেব নারায়ণে ॥

যদি চিন্তা কৈল বৈকুণ্ঠের মাঝে।
ধরণী যাইব সত্য ধরণীর কাজে ॥
কি লইয়া বিহরিব হাস্য-পরিহাস।
সেই কালে আত্মারাম করিল প্রকাশ ॥
আত্মা মথন কৈল, মুকুন্দ মাধব।
তাহাতে জন্মিলা এক অনয়া রাধব ॥
তারে আজ্ঞা কৈল তুমি আগে যাহ ব্রজে।
পশ্চাৎ আসিব আমি দেবতার কাজে ॥
তবে সেই মহালক্ষ্মী কন করপুটে।
ধরণী যাইবে নাথ প্রিত্যয় কি বটে ॥
তবে সেই মুরলী মুকুন্দ লঞা করে।
সমর্পিল সেই বংশী অনয়ার তরে ॥
রাখিবে গুপ্তে বংশী যাবত না যাই।
চিনিয়া লইব বংশী তোমা সবা ঠাঞি।
বৃকভানু আদি করি আভীর মণ্ডল।
তাহাই জন্মিলা গিয়া লক্ষ্মী যে সকল ॥
রাখিয়া ছিলেন বংশী প্রেমের সংপুটে।
যার প্রেমে তিলক গোবিন্দ নাঞি টুটে ॥
এইরূপে দুই সে পরমরত্ন আসি।
বৃকভানু ঘরে দুঁহে পরম প্রকাশি।

২. পদ্ম পুরাণ মতে : পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

"ভাদ্র মাসি শীতে পক্ষে অষ্টমী সংজ্ঞকে তিথৌ।
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা ॥

অর্থাৎ শ্রীমতি রাধিকা ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বৃষভানু রাজার যজ্ঞ ভূমিতে দিনের বেলায় আবির্ভূতা হন। আরো বিস্তৃতভাবে বললে তিঁনি শ্রী বৃন্দাবনের রাভেল নামক গ্রামে কীর্ত্তিদা সুন্দরী এবং শ্রী

বৃষভানু রাজার দুহিতারূপে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সোমবার দুপুর বেলায় সর্বদিক আলোকিত করে আবির্ভূতা হন।

বৈষ্ণব রসিকরা শ্রী রাধার আবির্ভাব মাস, পক্ষ এবং তিথি সম্পর্কে বলেন :

১. কেন ভাদ্র মাসে? সিংহ লগ্ন বলে?
২. শুক্লপক্ষে কেন? তপ্তকাঞ্চন বর্ণা হবেন বলে?
৩. কেন অষ্টমী তিথিতে? কৃষ্ণের মত একই তিথিতে এবং কৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত হবেন বলে?

৩. **ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ মতে :** গোলোকধামে একবার শ্রীকৃষ্ণ দুই ভাগে ভাগ হন। তাঁর ডানদিকের অঙ্গ থেকে একটি শ্যামবর্ণ মূর্তি এবং বাম অঙ্গ/পার্শ্ব থেকে একটি হেমাঙ্গ মূর্তি প্রকাশ পায়। এই হেমাঙ্গ মূর্তি শ্যাম মূর্তিকে (কৃষ্ণকে) লাভ করবার (রা) জন্য ধামমান (ধা) হন বলে ঐ হেমাঙ্গ মূর্তি রাধা নাম ধারণ করেন। এই সময় শ্রী রাধার রোমকূপ হতে অসংখ্য গোপী এবং কৃষ্ণের রোমকূপ হতে অসংখ্য গোপ এবং গাভী আবির্ভূত/সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন হল গোলোকের রাধা বৃন্দাবনে চলে এলেন কীভাবে? বলা হয়েছে গোলোক ধামে বিরজা সখীর কুঞ্জে কৃষ্ণ তার সাথে মিলিত হন। কৃষ্ণ সখা সুদামা দ্বাররক্ষী ছিলেন। রাধা সখীদের কাছ থেকে তা শুনে সেখানে যান। সুদামা তাঁকে কুঞ্জের ভিতরে যেতে বাধা দেন। তখন রাধিকা সুদামাকে অভিশাপ দেন দৈত্যরূপে জন্ম নাও। সুদামা পাল্টা অভিশাপ দেন : গোপ কুলে জন্ম নাও। শতবর্ষ কৃষ্ণ বিরহ সহ্য করবে।

উপরোক্ত অভিশাপের দরুণ বৃষভানু রাজার গৃহে শ্রীমতি রাধিকা আবির্ভূত হন। বৃষভানু রাজার স্ত্রী কীর্তিদা বায়ুগর্ভ ধারণ করেন। কিছুদিন পর বায়ু প্রসব করলে তার মধ্যে রাধা আবির্ভূত হন। বার বছর পর বৃষভানু আয়ান গোপের (যশোদার ভাই) সাথে রাধার বিবাহের উদ্যোগ নিলে রাধা নিজের ছায়ামূর্তি তৈরি করে অদৃশ্য হন। এই ছায়ামূর্তির সাথেই আয়ান গোপের বিবাহ হয়।

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে রাধা শব্দের উৎপত্তি দেয়া আছে।

রা শব্দোচ্চারণাদ্ ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চরাতি সঃ।
'ধা' শব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্ ॥

অর্থাৎ 'রা' শব্দ উচ্চারণ করলেই ভক্তি-মুক্তি সঞ্চারিত হয়। আর 'ধা' শব্দ উচ্চারণ করলে শ্রীহরির পদ লাভ হয়।

৪. ললিতমাধব-নাটক মতে : শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখিত শ্রী ললিতমাধব নাটকে শ্রীমতি রাধিকার আবির্ভাব লীলা সম্পর্কে এই কাহিনী রয়েছে : হিমালয় পর্বত শিবকে নিজের কন্যা গৌরীকে দান করে খুব গর্বিত হন। হিমালয়ের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য বিন্ধ্য পর্বত কন্যা কামনা করে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তার তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা বর দেন যে সে দুটি অতি গুণময়ী কন্যা সন্তান লাভ করবে। এই কন্যাদ্বয়ের পতি এমন একজন হবেন যিনি দেবাদিদেব মহেশ্বরকে পর্যন্ত পরাজিত করতে সমর্থ হবেন। অর্থাৎ বিন্ধ্যের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

একসময় শ্রীবৃষভানু রাজা এবং তাঁর ভাই চন্দ্রভানুর দুইপত্নী গর্ভধারণ করেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় যোগমায়া এই দুই গর্ভ আকর্ষণ করে ঐ দুই কন্যাকে বিন্ধ্যগিরির স্ত্রীর গর্ভে স্থাপন করেন। এদিকে শ্রীবৃন্দাবনে যেসব অসাধারণ ছেলে এবং মেয়েরা জন্ম নিচ্ছিল তাদেরকে অপহরণ করার জন্য কংস পুতনা রাক্ষসীকে নিয়োজিত করে। সে তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ দেবকী কন্যা দেবী অষ্টভুজা কংসকে বলেছিলেন যে, উত্তম মাধুর্যমণ্ডিতা অষ্ট মহাশক্তি রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামা এবং ভদ্রা একসময় পৃথিবীতে আবির্ভূতা হবেন। এই অষ্ট মহাশক্তির মধ্যে আবার দুই বোন বিশেষভাবে গুণবতী এবং যুথেশ্বরী হবেন।

বিন্ধ্যপর্বতের গৃহে ঐ দুই কন্যা আবির্ভূতা হন। তখন পুতনা রাক্ষসী তাদেরকে অপহরণ করে পলায়নকালে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষস নাশক মন্ত্র উচ্চারণ করলে সে ভীত হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় তার হাত থেকে প্রথমা বোন চন্দ্রাবলী বিদর্ভদেশ প্রবাহিনী স্রোতে পতিত

হয়। বিদর্ভের রাজা ভীস্মক তাকে পেয়েছিলেন। আবার পৌর্ণমাসী পুতনা রাক্ষসীর কোল থেকে রাধা, ললিতা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামা এই পাঁচ কন্যাকে পেয়েছিলেন। পরে তিনি এই মাধুর্য মণ্ডিতা পাঁচ কন্যাকে গোপীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। বিশাখা পুতনার কোল থেকে পড়ে যমুনার জলে ভেসে যাচ্ছিলেন। আয়ান গোপের মা জটীলা তাকে পেয়েছিলেন।

৫. অপরাপর উৎস ও আলোচনা মতে : শ্রী রাধার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু গৌণ আলোচনা আছে। তবে সব বক্তব্য সঠিক নয়।

(i) বড়ু চণ্ডীদাসের **শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন** গ্রন্থে দেখা যায় : কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য দেবতাদের অনুরোধে লক্ষ্মী গোকূলে সাগর গোয়ালার পত্নী পদ্মার গর্ভে জন্মালেন। তাঁর বিবাহ হল নপুংসক আইহন (আয়ানের) বৃত্তান্ত সঙ্গে।

কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীতে কর অবতার।
থির হউ সকল সংসার। আল রাধা ॥
তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে।
তীন ভুবন জন মোহিনী ॥

কিন্তু আমরা জানি গোকুলে বৃষভানু রাজার দুহিতা হলেন রাধা। **শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন** গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকে অতি সাধারণ গোয়ালিনী বধু হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে বৈষ্ণবদের অপরাপর গ্রন্থের মতো রাধা রাজঐশ্বর্যলীলা নন। একেবারে মধ্যযুগীয় সহজিয়াদের মনের মতো বর্ণিতা তিনি যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(ii) কিছু **তন্ত্রশাস্ত্রে** রাধাকে পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তিরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। ভগবান নাকি সামান্য শিশুর মতো একসময় সমুদ্রের জল-তরঙ্গে শায়িত ছিলেন। তিঁনি সে সময় পরাশক্তি পরমোত্তমা রাধার দ্বারা পালিত হন। নিরাকারা জ্যোতির্ময়ী নিত্য লীলাময়ী সেই রাধা

বারবার মহাসমুদ্রে বিচরণ করেন। সেই অযোনিসম্ভরা রাধা সৃষ্টি করবার জন্য মনস্থির করলেন এবং নিজ হৃদয় থেকে পুরুষকে বার করলেন। এই পুরুষই লীলাময়ীর লীলা পালনের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করলেন। এখানে নিরাকারা নির্গুণা প্রকৃতি স্বগুণা ও আকার সম্ভুতা (রাধা) হলেন বিশ্বকে লীলা চঞ্চল করার জন্য। এক কথায় তন্ত্র শাস্ত্রে শ্রী রাধা নিজের স্বতন্ত্রতা—অর্থাৎ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে পরে ভগবানকে সৃষ্টি করেন। এসব কথা বৈষ্ণব শাস্ত্রের একান্ত বিরোধী মনে রাখতে হবে।

শ্রী রাধা হলেন পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। জীব উদ্ধারই তাঁর কাজ। সে কাজ তিনি তাঁর পুরুষ প্রধান কৃষ্ণের মাধ্যমেই করান। বহু বহু পূর্বেই শ্রী রাধার আবির্ভাব সঘন করুণাময়ীরূপে। শ্রী জয়দেব-এর শ্রী গীতগোবিন্দ, লীলাশুক বিল্ব মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ কর্নামৃত, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন ইত্যাদি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ লীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তারও অনেক আগে শ্রী রাধা প্রক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ভক্ত-কবির শ্লোকে আংশিকভাবে ধরা দেন।

ভারতের "অন্ধ্র প্রদেশের সাতবাহন রাজা হালের সংকলিত গাথা সপ্তশতীতে "রাধা" নাম উদ্ধার করেন পাইরিরশ্মি নামক এক কবি। সেখানে কবি বলছেন—হে কৃষ্ণ, তুমি ফুঁ দিয়ে শ্রী রাধার নেত্র থেকে ধূলিকণা বার করে দিয়ে আর সব সমবেতা গোপীদের গৌরব চূর্ণ করলে। এই গাথা সপ্তশতীতে বৃন্দাবন লীলা এবং গোপবধুদের সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে নানাভাবে। (শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, রাধা তন্ত্রম, পৃ. ৫-৬)।

(iii) শ্রীমদ্ ভাগবতে "রাধা" নেই বলে জড়বাদী সমালোচকরা প্রচার করলেও শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তিযুক্ত সূক্ষ্ম তর্ক বিচারে প্রমাণ করেন, ভাগবতে রাধা আছেন।

"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যাবনয়দ্রহঃ ॥"

(শ্রীমদ্ ভাগবতম ১০/৩০/২৪)

অর্থাৎ এই গোপীজন দ্বারা নিশ্চয় ভগবান হরি আরাধিত হয়েছেন বলেই তিনি আমাদের মতো গোপীদের ছেড়ে মহানন্দে তাঁকে গোপন স্থানে নিয়ে গেছেন। এই "অনয়া রাধিতো" অংশে শ্রীল রূপগোস্বামীসহ অপরাপর বৈষ্ণব মহাজনেরা শ্রী রাধার সন্ধান পেয়েছেন।

(iv) একাদশ শতকের **বিদ্যংকরের** লিখিত **সুভাষিত রত্নকোষ** গ্রন্থেও রাধা আছেন। কিছু তন্ত্রে রাধার উল্লেখ আছে। তন্ত্র মতে শ্রী রাধা পরমা প্রকৃতি এবং আদ্যাশক্তি।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোকে বলা যায়, আরাধনার দ্বারা কৃষ্ণের সকল প্রকার সত্তা পূরণ করেন বলেই তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রাধা নামে পরিচিতা।

(v) আনন্দ বর্ধন নবম শতকের একজন অলংকার শাস্ত্রবিদ ছিলেন। এর **"ধ্বন্যালোক"**-এর একটি শ্লোক রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রচিত। দশম শতকের একজন কবি ছিলেন **ত্রিবিক্রম ভট্ট**। তাঁর "নলতম্পুতে" রাধা ও কৃষ্ণের কথা আছে :

"শিক্ষিত বৈদগ্ধ্যকলাপ-রাধাত্মিকা পরম পুরুষ
মায়াবিনী কৃতকেশিবধে রাগং বয়াতি"

অর্থাৎ কেলিকলাকুশলী রাধা পরমপুরুষ মায়াময় কেশিহন্তার (শ্রীকৃষ্ণ) প্রতি অনুরক্তা।

(vi) বুদ্ধের উপাসক **বিদ্যাকরের** সংকলিত বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোকে দেখা যায় বিরহিনী রাধা সখীদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণের খোঁজ নিচ্ছেন, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না।

(vii) ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রী গীতগোবিন্দেই সর্বপ্রথম সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীরাধার বিরাটত্ব যেখানে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ লালিত, পালিত এবং বিনিন্দিত। রাধা শুধু ব্রজনারী নন, তিনি কৃষ্ণকে বিশ্বকাজের জন্য প্রেরণা শক্তিদাত্রী। কৃষ্ণ রাধার কাছে চিরবন্দী। অনন্তার (রাধা) সাথে অনন্তের (কৃষ্ণ) সংহতিই জয়দেবের শ্রীরাধা। তাই শ্রী গীতগোবিন্দের একস্থানে শ্রীল জয়দেব লিখেছেন :

কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ সুন্দরী ॥

রাধাহীন কৃষ্ণ অনড়। রাসলীলা হল রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা। তার পরিচালক কৃষ্ণ। কিন্তু রাধাহীন কৃষ্ণ সেখানে অনড়। পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি তিনভাগে বিভক্ত : সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সমগ্র চিৎ জগত প্রকাশ হয়েছে সন্ধিনী শক্তির ভিত্তিতে। সম্বিৎ হল শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান শক্তি। কৃষ্ণভক্তরা এর সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন। হ্লাদিনী শক্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এই শক্তির কৃপায়ই ভক্তরা কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দ সমুদ্রে অবগাহন করতে পারেন। এই হ্লাদিনী শক্তির মূর্তি হলেন শ্রীমতি রাধারাণী।

১.৩ শ্রী রাধার স্বরূপ এবং মহিমা

১. প্রথমতঃ শ্রী রাধারাণী হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। এই শক্তিকে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি বলা হয়। ভগবানের চিৎ শক্তি হল তাঁর স্বরূপ শক্তি। ভগবান স্বয়ং আহ্লাদ স্বরূপ হয়েও যে শক্তি দ্বারা নিজে আনন্দিত হন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ দান করেন তার নামই হল হ্লাদিনী। শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে রাধারাণীর স্বরূপ তত্ত্ব নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৪৯-৫০)

২. দ্বিতীয়তঃ শ্রীমতি রাধিকা পরমেশ্বর-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ একই আত্মা। শুধুমাত্র পরস্পর বিলাস করে রস আস্বাদনের জন্য দুই দেহ ধারণ করেন মাত্র।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুইদেহ ধরি ।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান ।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমান ॥
মৃগমদ্ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে একই স্বরূপ ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৪৯, ৮২-৮৪)

শ্রীরাধা হলেন কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। অর্থাৎ রাধার শক্তির বলেই কেবলমাত্র কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান হতে পারেন, নচেৎ নয়। এজন্যই শুক-সারির দ্বন্দ্ববিষয়ক গানে আমরা দেখি শুক যখন বললেন আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল (শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন ইন্দ্রের কোপ থেকে ব্রজবাসী গোপদের রক্ষার জন্য সাত দিন সাত রাত্রি তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুলের অগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করে রেখেছিলেন)। তখন শারী বললেন যে আমার রাধা শক্তি সঞ্চার করার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। তা না হলে কৃষ্ণের পক্ষে গিরিগোবর্দ্ধন উত্তোলন করা সম্ভব হতো না। এক কথায় শ্রী রাধার শক্তিতেই কৃষ্ণ শক্তিমান। রাধাহীন কৃষ্ণ অনড়। যেমন রাসলীলা হল সর্বোত্তম লীলা। তার পরিচালক হলেন কৃষ্ণ। কিন্তু রাধাহীন কৃষ্ণ সেখানে অনড়। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় বলা হয়েছে—

তা সবার কথারহু, শ্রীমতি রাধিকা ।
সভা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা ॥
তেঁহো যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণবদ্ধ অনুক্ষণ ॥

৩. তৃতীয়তঃ শ্রী রাধা হলেন মহাভাবস্বরূপা। কারণ হ্লাদিনী শক্তির প্রথম ভাব হল প্রেমভাব। এই ভাবের চরম সীমা হল মহাভাব। এই

মহাভাব থাকায় একমাত্র শ্রী রাধাই হলেন সর্বগুণ সমন্বিত কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি। অর্থাৎ চন্দ্রাবলীসহ শ্রীকৃষ্ণের যেসব কান্তা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন তুলনাবিহীন গুণশালিনী শ্রী রাধা ঠাকুরাণী। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা—নাম মহাভাব ॥
সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি।
মহাভাবস্বরূপা শ্রী রাধাঠাকুরাণী ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৫৯-৬০)

৪. চতুর্থতঃ কায়মনোবাক্যে শ্রীমতি রাধারাণী সবসময় কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত থাকেন। অন্য কথায় তাঁর দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৬১)

এ জন্য দেখা যায় বৃষভানু রাজার গৃহে আবির্ভাবের পর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত শিশু রাধিকা তাঁর চক্ষু উন্মীলন করেন নাই। তিনি বাহ্যিকভাবে অন্ধত্ব লীলা দেখিয়েছেন। কারণ কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণময়ী রাধা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কিছু দর্শনকে যোগ্য বলে মনে করেন নাই। কৃষ্ণকেই দর্শনের জন্য তিনি যত্নশীলা ছিলেন।

৫. পঞ্চমতঃ শ্রীকৃষ্ণের সব প্রিয় সহচরীরাই শ্রী রাধার কায়ব্যূহ—অর্থাৎ অংশ বা বিভূতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহচরীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ। এদের মধ্যে ব্রজ গোপীরাই সর্বশ্রেষ্ঠা। এরাই কৃষ্ণ কান্তা। আর এই কান্তাগণের আবির্ভাব হয়েছে শ্রীমতি রাধিকা থেকেই।

কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার ।
লক্ষ্মীগণ এক-পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনা-রূপ, আর কান্তাগণ-সার ।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৬৩-৬৪)

শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত অবতারের অবতারী। তাঁর থেকেই সব অবতারের বিস্তার হয়। তেমনিভাবে শ্রী রাধারাণী থেকেই সব লক্ষ্মী, মহিষী এবং ব্রজাঙ্গনাদের প্রকাশ ঘটে।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী দেবীগণ হলেন শ্রী রাধার অংশ প্রকাশ। আর দ্বারকার মহিষীরা হলেন তাঁর বৈভবমূর্তি।

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসার স্বরূপ
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৬৬)

বৈকুণ্ঠের নাথ শ্রী নারায়ণের কান্তা শ্রী লক্ষ্মীও শ্রীরাধার বৈভব বিলাস মূর্ত্তির অংশ মাত্র। আর দ্বারকার মহিষীগণ তাঁর বিভব প্রকাশ স্বরূপ।

৬. ষষ্ঠতঃ বহু-কান্তা ছাড়া রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসে সহায়তা করার জন্য শ্রী রাধারাণী বহু রূপে নিজেকে প্রকাশ বা বিস্তার করেন।

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস ।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৬৮)

বহু কান্তার মধ্যে নানা ভাব এবং রসভেদে অর্থাৎ স্বপক্ষ-বিপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থপক্ষ ইত্যাদির ভাবভেদে এবং রসভেদে এবং অনুরাগভেদে শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণকে বিভিন্ন লীলারস আস্বাদন করান।

অন্য কথায় ব্রজের বিভিন্ন যুথে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন ভাব ও রস অনুযায়ী রাস নৃত্যসহ অন্যান্য লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করান।

৭. সপ্তমতঃ শ্রী রাধারাণী হলেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী। তিনি গোবিন্দ মোহিনীও বটে। কৃষ্ণ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝেন না। এজন্য তিনিই হলেন গোবিন্দের সমস্ত কান্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা-গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৭০)

এজন্য বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

অর্থাৎ আনন্দদায়িনী পরম দেবতা রাধিকা কৃষ্ণ স্বরূপা তথা শ্রীকৃষ্ণের সাথে একাত্মভূতা। ইনি নিখিল শ্রী, বিশ্বকান্তি এবং দিব্যরূপা সম্মোহিনী।

৮. অষ্টমতঃ শ্রীমতি রাধিকার অন্তর এবং বাহ্য সবই কৃষ্ণময়। এজন্যই যাই কিছু দেখেন না কেন সবকিছু তাঁর কাছে কৃষ্ণময় মনে হয়।

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৭২)

কারণ রাধিকা হলেন কৃষ্ণের প্রেমের রসময়স্বরূপ। আবার তিনি কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তিও। সেজন্য কোন কিছু আস্বাদন করতে গিয়ে তিনি পূর্ণ শক্তিমান কৃষ্ণের সাথে একরূপ হয়ে যান।

৯. নবমতঃ শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণের সব ধরনের বাঞ্ছা পূরণ করেন। কৃষ্ণের কোন অভিলাষই তিনি অপূর্ণ রাখেন না। এজন্য পুরাণ শাস্ত্রে তাঁকে রাধিকা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি-রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৭৪)

১০. দশমতঃ কৃষ্ণ আরাধনায় কৃষ্ণের লীলাবিলাসে শ্রীমতি রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠা। এর প্রমাণ ব্রজ গোপিকাদের উক্তি হতেই অনুধাবন করা যায়।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

(শ্রীমদ্ ভাগবত ১০/৩০/২৮)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই ইনি (রাধিকা) সেবায় সন্তুষ্ট করেছেন। কারণ গোবিন্দ আমাদেরকে পরিত্যাগ করে এঁকে নিয়ে প্রীত মনে নির্জনে গিয়েছেন। এজন্যই বলা হয় কৃষ্ণের সকল প্রকার বাঞ্ছা রাধার মধ্যেই বিদ্যমান। আর সে কারণে রাধিকাই কৃষ্ণের সব ধরনের বাসনা পূরণে সমর্থ।

১১. একাদশতঃ শ্রীমতি রাধিকা হলেন পরম দেবতা। তিনি সকলের পূজনীয়া, সবার পালনকর্ত্রী ও সর্ব জগতের মাতা ঠাকুরাণী।

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/৭৫)

১২. দ্বাদশতঃ কৃষ্ণের রূপ, গুণ এবং মাধুর্যের তুলনা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেন যে এসব কিছুই তিনি একলা রাধাতেই অনুভব করতে পারেন।

আমা হতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/১৯৭)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও মাধুর্য কামদেবকেও মোহিত করে।

তাঁর রূপে ত্রিভুবন বিমোহিত। কিন্তু তাঁর রূপকেও রাধার রূপ ও মাধুর্য অতিক্রম করে।

১৩. ত্রয়োদশতঃ রাধার অঙ্গের গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণও হরণ করে। কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—

যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/২০১)

শ্রী ভগবানের রসে জগৎ সরস হয়। কিন্তু রাধার অন্তর রসে কৃষ্ণ নিজেই বশীভূত হয়ে যান। ভগবানের স্পর্শ কোটী চন্দ্র থেকেও স্নিগ্ধ—অর্থাৎ সুশীতল। অথচ রাধিকার স্পর্শে এহেন কৃষ্ণও সুশীতল হন। এজন্যই রাধিকার রূপ-গুণকে কৃষ্ণ নিজের জীবন ঔষধি বলেন।

শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাঁর **জৈবধর্ম্ম** বইতে রাধার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : "রাধিকা আমার সুষ্ঠু কান্তস্বরূপা বৃষভানু নন্দিনী। তাহার স্বরূপে ষোল প্রকার শৃঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশ প্রকার অলঙ্কার শোভা করিতেছে।" প্রশ্ন হল সুষ্ঠু কান্ত স্বরূপ কাকে বলে? উত্তরে বলেছেন : "স্বরূপের শোভা এত যে, শৃঙ্গার এবং অলঙ্কার তাহার কাছে লাগে না। সুকুঞ্চিত কেশ, চঞ্চল বদন কমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে কুচদ্বয় অপূর্ব শোভা বিস্তার করে। মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদ্বয় শোভিত, করে নখরত্ন বিরাজমান। ত্রিজগতে এরূপ রূপোৎসব নাই।"

গোপালতাপনি শ্রুতিতে (উপনিষদ) শ্রী রাধা **"গান্ধর্বা"** বলে উক্ত হয়েছেন। ঋক্ পরিশিষ্টে রাধার সাথে মাধবের অধিক উজ্জ্বলতার বর্ণনা আছে।

১.৪. শ্রীধারার রূপমাধুরী

শ্রীল রূপ গোস্বামীর **উজ্জ্বল নীলমণি, চাটু পুষ্পাঞ্জলি, বিদগ্ধ মাধব, ললিতমাধব** ইত্যাদিতে শ্রী রাধার রূপমাধুরীর অতুলনীয় বর্ণনা পাওয়া যায়।

শ্রীল রূপগোস্বামী তার **বিদগ্ধ মাধব** নাটকে শ্রী রাধার রূপমাধুরী বর্ণনায় বলেছেন :

রাধার বিচিত্র এক রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর চোখের শোভা নবীন পদ্মের শোভাকেও অতিক্রম করেছে। মুখের রূপের উল্লাস ফুটন্ত পদ্মফুলের শোভাকেও হার মানিয়েছে। আর অঙ্গের কান্তি স্বর্ণকেও বিষম দুর্দশায় ফেলেছে।

আর শ্রী রাধার রূপমাধুরী বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণ বলছেন :

দিবানিশিরূপে উজ্জ্বল আমার প্রিয়ার মুখের তুলনা কার সাথে হতে পারে? চাঁদ? সে তো দিবসে রূপহীন হয়। পদ্ম? সে তো সন্ধ্যাতে রূপহীন হয়ে পড়ে।

রাধার কপোলে (গালে) আনন্দের রস তরঙ্গের মৃদু হাসি। মদনের ধনুর মতো তাঁর ভ্রূ-যুগল নেচে চলেছে। চোখের পলকগুলো দীর্ঘ। তাঁর কটাক্ষ মধুর এবং চঞ্চল ভ্রমরের মতে সে কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করে।

আবার **ললিত মাধব** নাটকে শ্রীকৃষ্ণের মুখে রাধার রূপমাধুরীর বর্ণনা পাওয়া যায় :

ঐরাবতের বিহারের দিঘী মন্দাকিনী—আমার মনের কল্পনা বিলাসের আঁধার এই শ্রী রাধা। চকোরের চোখে শরৎকালের উজ্জ্বল চাঁদের আলো যেমন, আমার চোখে রাধাও তেমন। আমার মনের আকাশে রাধা যেন সুন্দর তারা দিয়ে গাঁথা একগাছি মুক্তার মালা। বহুদিনের আকঙ্ক্ষায় আমি রাধাকে পেয়েছি।

আবার শ্রীল রূপ গোস্বামীর **চাটু পুষ্পাঞ্জলি** গ্রন্থেও রাধার রূপমাধুরীর বর্ণনা পাওয়া যায় :

১. শ্রী রাধার অঙ্গের রূপ গোরোচনার মতো গৌরবর্ণ। তাঁর বসন অতি সুন্দর নীলপদ্মের মতো। তাঁর মাথার বেণী আজানুলম্বিত। এতে রয়েছে নানা মণিরত্ন। বদন চন্দ্র, পদ্ম ইত্যাদির সৌন্দর্যকেও হার মানায়। তাঁর অধর (ঠোঁট) বাঁধুলী ফুলের মতো লাল। কুন্দ ফুলের

মতো দন্ত। তাঁর মণিবন্ধ ইন্দ্রনীল মণিময় বালা দ্বারা শোভিত। চরণযুগলে রয়েছে অতি সুন্দর নূপুর। আর নখসমূহের দ্যুতি পূর্ণিমার চন্দ্রের দ্যুতিকেও হার মানায়।

শ্রী রাধারাণীর কেশরাশি সুন্দরভাবে কুঞ্চিত। তাঁর বদন চঞ্চল, নেত্র দীর্ঘায়ত। বক্ষদেশ কঠিন কুচযুগল দ্বারা গঠিত। দেহের মধ্যদেশ কৃশ। তাঁর মাথা সামনের দিকে কিছুটা আনত।

১.৫ শ্রী রাধার আভরণ এবং শৃঙ্গার

শ্রীল রূপ গোস্বামীর **উজ্জ্বল নীলমণি** গ্রন্থে শ্রী রাধার আভরণ এবং শৃঙ্গার সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

(ক) শ্রী রাধার দ্বাদশ আভরণ

১. শ্রী রাধার চূড়ায় মনীন্দ্র (শিষ ফুল) রয়েছে।
২. তাঁর কানে স্বর্ণময় কুণ্ডল।
৩. নিতম্বে স্বর্ণের কাঞ্চি।
৪. বক্ষোদেশে (বুকে) স্বর্ণপদক।
৫. কর্ণের উপরভাগে দুটি চক্রী ও দুটি শলাকা।
৬. হাতে বলয় (বালা)।
৭. কণ্ঠে কণ্ঠ হার।
৮. অঙ্গুলিতে (আঙ্গুলে) অঙ্গুরীয়ক (আংটি)।
৯. গল দেশে (গলায়) নক্ষত্র হার।
১০. বাহুতে (হাতে) অঙ্গদ (বাজু)।
১১. চরণে রত্ন নূপুর।
১২. পদাঙ্গুলিসমূহে (পায়ের আঙ্গুলসমূহে) উজ্জ্বল অঙ্গুরী (আংটি)।

উপরোক্ত দ্বাদশ আভরণ শ্রী রাধা ধারণ করেন।

(খ) শ্রী রাধার ষোড়শ শৃঙ্গার

১. শ্রী রাধা স্বয়ং স্নান করেছেন।
২. তাঁর নাকে মণিরাজ দেদীপ্যমান।

৩. পরিধানে নীল বসন।
৪. কটিতটে (কোমরে) নীবীবন্ধন।
৫. মস্তকে (মাথায়) বেণী।
৬. কর্ণে (কানে) অবতংশ।
৭. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চন্দনাদির অঙ্গরাগ (প্রলেপ)।
৮. চিকুরে কুসুম (ফুলের) মালা।
৯. গলদেশে (গলায়) মাল্যাদি (মালা)।
১০. হস্তে (হাতে) লীলাপদ্ম।
১১. মুখে তাম্বুল।
১২. চিবুকে কস্তুরী বিন্দু।
১৩. চক্ষুতে (চোখে) কজ্জল (কাজল)।
১৪. গণ্ডে (গালে) মকরীপত্র ভঙ্গাদি।
১৫. চরণে অলক্ত-রাগ (আলতা)।
১৬. ললাটে তিলক।

এই ষোড়শ আকল্পে বিভুষিতা শ্রী রাধা।

১.৬. শ্রী রাধার বিভিন্ন সম্পদ

কৃষ্ণের মত শ্রীমতি রাধিকারও ধেনু (গাভী) ছিল। তিনি শারিকাও পালন করতেন। কৃষ্ণের মত তারও বংশী আছে। নিচে শ্রী রাধার বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে অতি অল্প সম্পদের বর্ণনা তুলে ধরা হল।

১. **শ্রী রাধার প্রিয় বাহ্লিকা ধেনু :** মঞ্জুলা, মৃদুলা, যমুনা, সুমন্দা (প্রতি বছর প্রসব করতো), পিশঙ্গী, বিন্দুলা, শৃঙ্গী, সন্ধ্যা, সর্বদা ইত্যাদি।
২. **শ্রী রাধার শারিকা :** সূক্ষ্মধী, শুভা ইত্যাদি। এরা ললিতা রচিত প্রবন্ধাদি পাঠে সখীগণকে চমৎকৃত করতে পারে।
৩. **শ্রী রাধার বীণার নাম :** মহতী।
৪. **শ্রী রাধার মণিময় দর্পণের নাম :** মণিবান্ধব।
৫. **সৌভাগ্য মণি :** কান্তিতে চন্দ্র-সূর্যকেও হার মানায় রাধাবক্ষে এরূপ লম্বমণি।

৬. স্যমন্তক : শ্রী রাধার বক্ষঃস্থিত পদক। এতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়।

৭. চারুচন্দ্রিকা : শ্রী রাধার চকোরী।

৮. ছালিক্য : শ্রী রাধার প্রিয় নিত্যভঙ্গি।

৯. ধনাশ্রী/ধানসী : শ্রী রাধার হৃদয়মোহন রাগ।

১০. মহানন্দী : শ্রী রাধার চিত্তহারি বংশী।

১১. স্মরযন্ত্র : শ্রী রাধার তিলক।

১২. রঙ্গিনী : শ্রী রাধার হরিণী।

১৩. রত্ন গোপুর : শ্রী রাধার নূপুর যার ধ্বনিতে শ্রী কৃষ্ণের মন আকৃষ্ট হয়।

১৪. রসোল্লাসা : শ্রী রাধার সভায় কলাবিদ্যা বিদৎ।

১৫. বল্লকী : শ্রী রাধার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

১৬. বিপক্ষ মদ মর্দিনী : শ্রী রাধার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী।

১৭. পালিন্দ্রী : শ্রী রাধার সৈরিন্ধ্রী—বিবিধ শিল্পকারিণী।

১৮. তুণ্ডিকা : শ্রী রাধার ময়ূরী।

১৯. তুণ্ডিকেরী : শ্রী রাধাকুণ্ড বিচারিণী শ্রী রাধার মরালিকা (রাজহাঁস)।

২০. তুঙ্গী : শ্রী রাধার বৎসতরী।

১.৭ শ্রী রাধার চরণ এবং হাতের চিহ্নাদি

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর **উজ্জ্বল নীলমণি** গ্রন্থে শ্রীমতি রাধিকার রাতুল চরণে ১৫টি শুভ চিহ্ন রয়েছে বলে বর্ণনা করেন। এছাড়াও **বরাহসংহিতা, জ্যোতিঃ শাস্ত্র, কাশী খণ্ড** এবং **মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ** ইত্যাদিতেও শ্রী রাধার চারু সৌভাগ্য চিহ্নাদির বিবরণ আছে।

১. শ্রী রাধার বামচরণের অঙ্গুষ্ঠ মূলে (বুড়ো আঙ্গুলের মূলে)

(i) যব, এর তলায় (ii) চক্র, তার নিচে (iii) চন্দ্ররেখা যুক্ত কুসুম লতা।

মধ্যমা অঙ্গুলির তলায় (iv) কমল, এর তলায় (v) পতাকাযুক্ত ধ্বজ। মধ্যমার দক্ষিণ ভাগ হতে আগত মধ্যচরণ পর্যন্ত (vi) ঊর্ধ্ব রেখা এবং কনিষ্ঠ তলায় (vii) অঙ্কুশ।

২. শ্রী রাধার ডানচরণের (দক্ষিণ চরণ) অঙ্গুষ্ঠ মূলে

(i) শঙ্খ, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তলায় (ii) বেদী, তার নিচে (iii) কুণ্ডল। আবার তর্জনী ও মধ্যমার তলায় (iv) পর্বত, পার্ষ্ণি দেশে (v) মৎস্য, তার উপরে (vi) রথ, তার দুই পার্শ্বে (vii) শক্তি ও (viii) গদা।

শ্রী রাধার হস্তের চিহ্নাদি

শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রী রাধার বাম হস্তে ১৮টি এবং ডান হস্তে ১৭টি অতি শুভ চিহ্ন আছে।

১. শ্রী রাধার বাম হস্তের চিহ্ন

তর্জনী ও মধ্যমার সন্ধি থেকে কনিষ্ঠার নিচ পর্যন্ত (i) পরমায়ু রেখা। এর নিচে করের বর্হিভাগ থেকে ঊর্ধ্ব দিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মাঝে (ii) একটি রেখা। অঙ্গুষ্ঠের অধঃ মণিবন্ধ থেকে উঠা তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে (iii) আর একটি রেখা। আঙুলের অগ্রভাগে (iv) বক্রাকৃতি চিহ্ন পাঁচটি। অনামিকা আঙ্গুলের তলায় (v) হস্তী, পরমায়ু রেখার তলায় (vi) ব্যজন (vii) শ্রী বৃক্ষ (viii) যুপ (ix) বান (x) তোমর এবং (xi) মালা।

২. শ্রী রাধার দক্ষিণ (ডান) হস্তের চিহ্ন

পরমায়ু রেখা তিনটি (১-৩)। সব অঙ্গুলির অগ্রভাগে পাঁচটি শঙ্খ (৪-৮), তর্জনীর তলায় (৯) চামর, কনিষ্ঠার তলায় (১০) অঙ্কুশ, (১১) প্রাসাদ, (১২) দুন্দুভি, (১৩) বজ্র, (১৪) শকটদ্বয়, (১৫) ধনু, (১৬) খড়্গ এবং (১৭) ভৃঙ্গার।

এভাবে শ্রী রাধার একত্রে ৫০টি সৌভাগ্য রেখা/চিহ্ন রয়েছে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী : বাম চরণের চক্রের তলায় (১) ছত্র (ছাতা), তার তলে (২) বলয়, পার্ষ্ণি দেশে (৩) অর্ধচন্দ্র এবং তার

উপরে (৪) বল্লী এবং পুষ্প—এই চারটি অতিরিক্ত চিহ্ন আছে বলে মত প্রকাশ করেন।

১.৮ শ্রী রাধার গুণাবলী

শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা-এর ত্রয়োবিংশ (তেইশ) পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

অনন্ত গুণ শ্রী রাধিকার পঁচিশ-প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান॥

(চৈ. চ. মধ্য ২৩/৮৬)

অর্থাৎ শ্রী রাধিকার গুণাবলি অনন্ত যা ভাষায় বা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর অনন্ত গুণের মধ্যে ২৫টি হল প্রধান; এই ২৫টি প্রধান গুণাবলির বর্ণনা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রণীত **শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি** গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা : কীর্ত্তন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপঙ্গোজ্জ্বললস্মিতা॥
চারু সৌভাগ্য—রেখাঢ্যা গন্ধোম্মাদিত মাধবা।
সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্ম পণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাট বান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাব পরমোৎকর্ষ তর্ষিণী।
গোকুল প্রেম বসতির্জ্জগৎ-শ্রেণী-লসৃদযশা॥
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা সখী-প্রণয়িতা-বশা।
কৃষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব কেশবা॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা সংখ্যাতীতা হরেরিব॥

অনুবাদ

১. **মধুয়েয়ং :** শ্রীমতি রাধিকা মধুর অর্থাৎ চারুদর্শনা বা অনিন্দ্য সুন্দরী।

২. নববয়া : তিনি নিত্য কিশোরীরূপে বিরাজ করেন। অর্থাৎ নবীনা কিশোরী রূপ তাঁর।
৩. চপলাঙ্গী : তাঁর নেত্র বা চক্ষুদ্বয় চঞ্চল। অর্থাৎ চাহনী বাঁকা।
৪. উজ্জ্বলস্মিতা : তাঁর হাসি সবসময়ই উজ্জ্বল। অর্থাৎ তিনি হাস্য যুক্তা।
৫. চারু সৌভাগ্য রেখাঢ্যা : তাঁর করতল এবং পদতলের রেখাসমূহ সৌভাগ্যসূচক। অর্থাৎ বহু রকমের মঙ্গল চিহ্ন হস্ত এবং চরণ পদ্মতলে বিরাজমান।
৬. গন্ধোম্মাদিত মাধবা : তাঁর দেহের সুরভিত গন্ধে শ্রী মাধবও (শ্রীকৃষ্ণ) উন্মাদিত হয়ে উঠেন।
৭. সঙ্গীত প্রসারাভিজ্ঞা : ইনি সব ধরনের সঙ্গীতে পারদর্শিনী।
৮. রম্য বাক্ : রাধিকার কথা অতি সুন্দর এবং মনোরম।
৯. নর্ম্ম পণ্ডিতা : ইঁনি পরিহাসে সুনিপুণা। অর্থাৎ পরিহাস পটু।
১০. বিনীতা : বিনয়সহকারে কথোপকথন করেন। অর্থাৎ উদ্ধতা নন।
১১. করুণা পূর্ণা : তিঁনি দয়াময়ী।
১২. বিদগ্ধা : কলাবিলাসে কুশলা/সুনিপুণা। অর্থাৎ চতুরা।
১৩. পাট বান্বিতা : গৃহকার্যে সুনিপুণা। অর্থাৎ সব কাজেই কুশলা এবং কর্তব্যপরায়ণা।
১৪. লজ্জাশীলা : তিনি লাজুক। অর্থাৎ তাঁর আচরণ সংযত।
১৫. সুমর্যাদা : তিনি গুরুজনদের আদেশ লঙ্ঘন করেন না। অর্থাৎ সাধুমার্গ থেকে অবিচলিতা।
১৬. ধৈর্য্যশালিনী : ইনি সহ্যগুণ সম্পন্না। অর্থাৎ দুঃখ সহিষ্ণু।
১৭. গাম্ভীর্যশালিনী : দুঃখ, ভয়, ক্রোধ এবং হর্ষাদি সত্ত্বেও অবিকার থাকেন।
১৮. সুবিলাসা : তার বিলাস সুন্দর। অর্থাৎ প্রণয়ভাব আছে।
১৯. মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী : তাঁর মধ্যে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের সব ধরনের লক্ষণ (যেমন রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু, স্বেদ, স্তম্ভ ইত্যাদি) প্রকাশ পায়। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে মহাভাবের উৎকর্ষ চরম সীমায় পৌঁছেছে।

২০. গোকুল প্রেম বসতি : গোকুলের প্রেমের নিলয় (বসতি) তিনি। অর্থাৎ রাধারাণীকে দেখলেই গোকুলে বসবাসকারীদের মন স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠে।

২১. জগৎ শ্রেণীলসদ যশা : রাধিকার যশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত।

২২. গুর্ব্বাপিত-গুরুস্নেহা : গুরুজনদের প্রতি এঁর প্রগাঢ় ভক্তি এবং গুরুজনদের অধিক স্নেহের পাত্রী।

২৩. সখী প্রণয়িতাবশা : তিনি সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা।

২৪. কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্যা : কৃষ্ণ প্রিয়া রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

২৫. সন্তাতাশ্রবকেশবা : শ্রীকৃষ্ণ সবসময় যাঁর বশীভূত থাকেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ২৫টি গুণের মধ্যে প্রথম ৬টি আঙ্গিক, পরের ৩টি বাচিক এবং তার পরের ১০টি মানস এবং অন্য ৬টি পরসমন্ধগত গুণ বলে একাধিক বৈষ্ণব মহাজন মত প্রকাশ করেছেন (উৎস : শ্রী হরিদাস দাস; শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪৫)।

১.৯ শ্রী রাধারাণীর সখীবৃন্দ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর **উজ্জ্বলনীলমণি** গ্রন্থে (৮/১-৩) বলেন, প্রেম, লীলা এবং বিহারাদির বিস্তারকারিণী এবং বিশ্রম্ভ রসের যারা ধারক এবং বাহক তারাই হলেন রাধা-মাধবের সখী। এই সখীরা প্রাণের চেয়েও রাধা-মাধবকে ভালবাসেন।

বহু সখী আছেন যাদের নিজস্ব যুথ আছে। তাদেরকে যুথেশ্বরী বলা হয়। এক এক যুথেশ্বরীর অধীনে আবার অনেক সখী থাকে। আবার এক যুথেই অন্তর্ভুক্ত সখীগণের মধ্যে একতমার প্রেম, সৌভাগ্য এবং সদ্‌গুণের আধিক্যে আধিকা, সাম্যে সমা এবং লঘুতায় লঘু—এই তিন ভেদ রয়েছে। প্রত্যেকেই আবার স্বভাব বিবেচনায় প্রগলভা, মধ্যা এবং মৃদ্বী ভেদে তিন ধরনের হন। যুথেশ্বরীগণের মধ্যে একতমাকে অপেক্ষা করে (তুলনায়) অন্যতমা শ্রেষ্ঠা হলে দ্বিতীয়াকে আপেক্ষিক-আধিকা বলে। অবস্থা ভেদে এর তিন ভেদ—অধিক প্রখরা, অধিক মধ্যা এবং অধিক মৃদ্বী। যুথেশ্বরী অপেক্ষা লঘু অথচ যুথবর্তী সখীগণের মধ্যে একজনকে তুলনা করে অন্যজন অধিকা হলে তাঁকে আপেক্ষিক-অধিকা

বলে। শ্রীরাধার যুথে ললিতাদি অধিক প্রখরা, বিশাখাদি অধিক মধ্যা এবং চিত্রা ও মধুরিমাদি অধিক মৃদ্বী।

সখীদের মধ্যে যিনি সর্বথা অসমোদ্ধা, তিনি অত্যন্ত অধিকা হন। শ্রী রাধাই এরূপ নায়িকা। কারণ ব্রজে তিনিই অনন্য সাধারণা। আবার মধ্য নায়িকাতেই রসতিশয়বর্ত্তা হয় বলে শ্রী মতি রাধাতেই অনন্য সাধারণত্ব বিরাজমান।

নিজ নিজ যুথেই প্রত্যেক যুথেশ্বরী অত্যন্ত অধিকা হন। তিনি স্বভাববশত প্রখরা, মধ্যা এবং মৃদ্বী হন। এই ভেদত্রয় বিশিষ্টা আধিকা সখী কখনো কারো বশীভূতা হন না। অথচ নিজের যুথের মধ্যে সবারই আপেক্ষিকা।

দুই যুথেশ্বরীর মধ্যে আপেক্ষিক-অধিকা বাগ বিন্যাসে প্রখর হলে তিনি অধিক প্রখরা হন। পক্ষান্তরে দুই যুথেশ্বরীর মধ্যে প্রেম ও সৌভাগ্যে এবং নিজের গুণ ও রূপে আপেক্ষিক-অধিকা সখীর ব্যবহারে প্রখরতা ও মৃদুতার অভাব হলে তাকে অধিক-মধ্যা বলে। শ্রী রাধা এবং ললিতাদি এই অর্থে তাঁদের যুথের অধিক-মধ্যা। অন্যদিকে দুই যুথেশ্বরীর মধ্যে নায়কের (কৃষ্ণের) প্রেম-সৌভাগ্যে ও নিজের রূপ-গুণে আপেক্ষিক-অধিকার যদি ব্যবহারে মৃদুতা দেখা যায় তবে তাকে অধিক-মুখী বলা হয়। শ্রী চন্দ্রাবলী ও ভদ্রাদি অধিক-মুখী।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধিকার প্রতি স্নেহ, মমতা এবং প্রেম প্রদর্শনে সখীদেরকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সমস্নেহা সখী : যেসব সখী শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজের যুথেশ্বরীতে তুল্য-প্রমাণক প্রেম ধারণ করেন তাঁরাই সমস্নেহা। এরা আবার দুই প্রকার : প্রিয় সখী এবং পরম প্রেষ্ঠ সখী। মাধবী, চন্দ্রিকা, কুরঙ্গাক্ষী প্রমুখ হলেন প্রিয় সখী। পক্ষান্তরে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পক লতা প্রমুখ হলেন পরমপ্রেষ্ঠ সখী। এরা সবাই রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি সমান স্নেহ, মমতা এবং প্রেম ধারণ করলেও আমরা রাধারই—মূলত এই মনোভাব পোষণ করেন।

২. অসম-স্নেহাসখী : স্বপক্ষের সখীগণের যুথেশ্বরী অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যুথেশ্বরীতে বেশি স্নেহ থাকলে তাদেরকে অসম স্নেহাসখী বলা হয়।

এই সখীরা আবার দুই ধরনের :

(i) **হরি স্নেহাধিকা** : এই সখীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই বেশি স্নেহ, মায়া-মমতা এবং প্রেম প্রদর্শন করেন। আমি কৃষ্ণেরই—এই মনোভাব মূলত এরূপ সখীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ধনিষ্ঠা, বৃন্দা, কুন্দলতা, কামদা, কুসুমিকা প্রমুখ।

(ii) **সখী স্নেহাধিকা** : যেসব সখী শ্রীকৃষ্ণ থেকে কিছুটা বেশি স্নেহ, মায়া, মমতা এবং প্রেম যুথেশ্বরীর প্রতি প্রদর্শন করেন তাদেরকে সখী স্নেহাধিকা বলা হয়। এক কথায় কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রী রাধারাণীতে যারা বেশি স্নেহ প্রদর্শন করেন তাঁরাই হলেন সখী স্নেহাধিকা। মূলত প্রাণসখী এবং নিত্য সখীরাই এই শ্রেণীর। যেমন বাসন্তী, লাসিকা প্রমুখ হলেন প্রাণসখী। আবার কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রমুখ হলেন নিত্যসখী।

শ্রী রাধার সর্বোত্তম যুথে যেসব সুন্দরী রয়েছেন তারা সবাই নিখিল গুণ সমন্বিত এবং বিভ্রমাদিতে মাধবকেও সর্বদা আকর্ষণ করে থাকেন। এরা পঞ্চবিধঃ **সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয় সখী এবং পরম প্রেষ্ঠ সখী।**

(ক) প্রিয় নর্মসখী—প্রিয় সখী : যিনি ছায়ার ন্যায় নায়িকার (রাধার) সতত অনুসরণ করেন তিনিই প্রিয়সখী। নায়িকা যার কাছে নিঃসঙ্কোচে স্ব-প্রিয়তমের সাথে শয়নাদি করতে পারেন এবং যিনি নায়িকার (রাধার) অভিন্ন মূর্তি তাঁকে প্রিয় নর্ম সখী বলে—(১) চন্দ্রলতিকা (২) কুরঙ্গাক্ষী (৩) সুমধ্যা (৪) মদনালসা (৫) কমলা (৬) মাধুরী (৭) মঞ্জুকেশী (৮) কন্দর্প সুন্দরী (৯) মাধবী (১০) মালতী (১১) কামলতা (১২) শশী কলা (১৩) মণি কুণ্ডলা (১৪) মণ্ডলী (১৫) মধুরেক্ষণা (১৬) মাধুরী (১৭) শ্যামলা—এরা হলেন প্রিয় নর্ম সখী।

(খ) সখী : শ্রী কৃষ্ণে যেসব সখী বেশি স্নেহ-সম্পনা।

১. **কলকণ্ঠী** : শ্রী রাধার সখী। এর অঙ্গ কুলীপুষ্পবর্ণ, বস্ত্র-দুগ্ধজলের সমদৃশ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের চাটুবাক্য শুনবার আকাঙ্ক্ষায় শ্রী রাধার মান করান। বিশাখাকৃত গীতের গানে শ্রী রাধার প্রীতিদায়িনী।

২. কলাবতী : বৃষভানু রাজার মাতুল কলাঙ্কুরের ঔরসে ও সিদ্ধমতির গর্ভে জন্ম। বর্ণ-হরিচন্দনের ন্যায়; বস্ত্র—শুকপাখির কান্তিবৎ। পতি—বাহিকের অনুজ, কপোত।

৩. কস্তুরিকা : ৪. কাঞ্চনলতা ৫. চন্দ্রা ৬. তুঙ্গনর্মা ৭. ধনিষ্ঠা।

৮. নান্দীমুখী : শ্রী রাধার সন্ধি-বিধায়িকা সখী। গৌরবর্ণা, পট্টবস্ত্রা, পিতা—সান্দিপনি মুনি, মাতা—সুমুখী, ভাই—মধুমঙ্গল, পিতামহী—পৌর্ণমাসি। রত্নবিভূষিতা, কিশোর বয়স্কা, যুগলের মিলনে সুনিপুণা, সদা প্রেমযুক্তা এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যায় ও সন্ধানে নিপুণা।

৯. পালী।

১০. পিণ্ডকেলী : এঁর বর্ণ কোকিলাণ্ডের ন্যায়। বস্ত্র—তাম্রবর্ণ। ইনি মাধবের দোষ দেখিলে শ্লিষ্ট বচন বিন্যাসে তাকে লজ্জা দেন।

১১. পুণ্ডরিকা : এর অঙ্গকান্তি শ্বেতপদ্মের মত। বসন—শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ। শ্রী রাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণ কোন দোষ করলে ইনি তাঁকে তর্জন করেন।

১২. বিন্দুমতী : শ্রী রাধা-কৃষ্ণের সন্ধি-বিধায়িকা সখী।

১৩. মধুপ্রিয়া ১৪. মন্দারাক্ষী ১৫. মাধবী ১৬. রসবতী ১৭. বিজয়া।

১৮. বিতণ্ডিতা : শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের দোষ দেখলে ইনি বিতণ্ডা করে তাদেরকে পরাস্ত করেন।

১৯. বিন্ধ্যা ২০. শারদা ২১. শারী—গৌরবর্ণা এবং শুক্লবসনা। এই রাধাসখীর মাধুর্য গর্ভ-কাঠিন্যে শ্রীকৃষ্ণ একে সীতা খণ্ডী বলে ডাকেন।

২২. শ্রীমতি ২৩. সঙ্গীতবিদ্যা ২৪. সাধিকা।

২৫. সুদণ্ডিকা : এর কান্তি শিরীষ পুষ্পের ন্যায়, বস্ত্র-কুরুণ্টক পুষ্পের ন্যায়। ইনি বাকচাতুর্য্যে উজ্জ্বল কৃষ্ণকেও অনুজ্জ্বল করে তোলেন। ২৬. দীঘি মুখী ২৭. সুমধ্যা ২৮. কুসুমিকা ২৯. কুন্দলতা—পিতা ধেনুধন্য, মাতা—সুশিক্ষা এবং বোন—শিখাবতী, উপসুন্দপুত্র সুভদ্রের স্ত্রী।

(গ) নিত্য সখী : ১. কস্তুরী মঞ্জুরী ২. মণিমঞ্জরী ৩. মদিরা ৪. রত্নলেখা—বৃষভানু রাজার মাতৃস্বসার পুত্র পয়োনিধি। তাঁর স্ত্রী মিতা কন্যার্থিনী হয়ে সূর্য্যের আরাধনা করে এই কন্যা লাভ করেন। ইনি মনঃশিলার অধিকারিণী, পরিধানে ভ্রমর বর্ণের বসন। শ্রী রাধার শ্রেষ্ঠ সখী। সূর্যারাধনেরতা। কুঠারীকার পুত্র কড়ার এর স্বামী। ৫. রসমঞ্জরী ৬. রাগমঞ্জরী ৭. রূপমঞ্জরী ৮. লবঙ্গ মঞ্জরী ৯. বিলাস মঞ্জরী ১০. সিন্দুরা।

(ঘ) প্রাণসখী : যেসব সখী শ্রী রাধার মতো প্রায় সমান রূপবতী এবং নিত্য সখীদের মধ্যে যারা প্রধানা তারাই হলেন প্রাণসখী। ১. কলভাষিণী ২. কাদম্বরী ৩. কেলিকন্দরী ৪. চন্দ্ররেখা ৫. শশীমুখী ৬. বাসন্তী ৭. লসিকা ৮. প্রিয়ম্বদা ৯. মণিমতি ১০. মদোম্মদা ১১. মধুমতী ১২. কর্পূরলতিকা।

(ঙ) পরমশ্রেষ্ঠ সখী : শ্রী শ্রী রাধা মাধবের প্রিয় সখীদের মধ্যে যারা প্রধানা তাদেরকে পরম শ্রেষ্ঠ সখী বলা হয়। ললিতা, বিশাখা তুঙ্গবিদ্যা, চম্পকলতা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী প্রমুখ অষ্টসখী হলেন পরম শ্রেষ্ঠ সখী।

১.১০ সখীদের ক্রিয়া/কাজ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর **উজ্জ্বলনীল মণি** (৮/৯৭-৯৯) বইতে সখীরা নিম্নোক্ত কাজ করেন বলে উল্লেখ করেছেন।

১. কৃষ্ণ এবং রাধার একের প্রতি অন্যের প্রেম গুণাদির উচ্চকীর্ত্তন।
২. কৃষ্ণ এবং রাধার পারস্পরিক আসক্তি বাড়ানো।
৩. উভয়ের অভিসার করানো।
৪. মাধবের (কৃষ্ণের) হস্তে সখী সমর্পণ।
৫. পরিহাস করা।
৬. যে কোন বিষয়ে আশ্বাস প্রদান।
৭. রাধা মাধবের বেশভূষা রচনা করা।

৮. পরস্পরের মনোভাব প্রকাশে দক্ষতা প্রদর্শন।
৯. রাধার দোষ গোপন রাখা/করা।
১০. যথাসময়ে রাধা ও মাধবের মিলন সম্পাদন।
১১. রাধা মাধবকে ব্যঞ্জনাদি সেবা প্রদান।
১২. ক্ষেত্র বিশেষে উভয়কে তিরস্কার করা।
১৩. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠানো।
১৪. প্রিয় সখীর (রাধার) প্রাণ রক্ষার জন্য সযত্ন প্রয়াস।
১৫. রাধামাধবের জন্য পত্যাদির বঞ্চনা করা।
১৬. পরস্পরকে শিক্ষাদান।

এছাড়াও বিপক্ষের সখীগণের এবং গুরুজনের চেষ্টাদি এবং পরস্পরের কৃত সংকেতাদির জ্ঞান, বিজ্ঞাপন ও বিপক্ষের সখীদের সাথে বাকযুদ্ধও প্রিয় সখীরা করে থাকেন।

১.১১ কৃষ্ণ প্রেমা সখীদের (গোপীদের) বৈশিষ্ট্য

শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁর **উজ্জ্বল নীল মণি** গ্রন্থে বলেছেন, ব্রজ গোপীদের মধ্যে চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা শ্রেষ্ঠা। আবার এই দুইজনের মধ্যে শ্রীমতি রাধিকা সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তাঁর তুল্য গুণ এবং রূপ আর কোন গোপীকার নেই। রাধারাণী হলেন কৃষ্ণের প্রেম কল্পতরু। আর গোপীরা/সখীরা হলেন এই তরুর শাখা, পত্র এবং পুষ্প।

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥

(চৈ. চ. মধ্যলীলা)

১. প্রথমত, সখীদের প্রেমে ছিল রূঢ় ভাব—অর্থাৎ বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম। এই প্রেম জড়ীয় কাম নয়। কারণ নিজেদের ইন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য যে প্রেম তাকেই কাম বলে। আর কৃষ্ণের প্রীতির জন্য বা তৃপ্তির জন্য যে ইচ্ছা তাকে প্রেম বলা হয়। সখীরা কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজেদেরকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করতেন। কৃষ্ণের সুখেই ছিল তাঁদের সুখ, কৃষ্ণের দুঃখেই ছিল তাদের দুঃখ। কৃষ্ণের জন্যই তারা সব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তাদের ছিল কৃষ্ণের জন্য শুদ্ধ অনুরাগ।

আত্ম সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/১৭৪-১৭৫)

২. দ্বিতীয়ত, গোপীরা/সখীরা রাসলীলার পূর্বে বিভিন্নভাবে নিজেদের সজ্জিত করেন। কিন্তু তা নিজের প্রীতির জন্য নয়। কৃষ্ণ এই সাজ-সজ্জা দেখে প্রীত হবেন এই হল তাদের লক্ষ্য। কারণ কৃষ্ণের সুখ বাড়লেই তাদেরও সুখ বাড়ে।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহ প্রীত।
সেহেতু কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ-দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/১৮১-১৮৩)

লঘু ভাগবতামৃতে (২/৪০) আছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মামতি সমুপা সতে।
তাভ্যঃ পরং নম পার্থ নিগূঢ় প্রেম ভাজন ॥

অর্থাৎ যেসব গোপী তাদের নিজ দেহ আমার ভোগ্য বলে তাতে বহু যত্ন প্রকাশ (নিজের দেহকে উত্তমরূপে সজ্জিত) করে হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেউ নেই।

৩. তৃতীয়ত, গোপীরা/সখীরা ছিলেন নিত্য সিদ্ধা। তারা মনে মনে ভাবেন তাদের দর্শন পেলেই কৃষ্ণ সুখ পান। এই সুখেই গোপীর সুখ। নিজেরা সরাসরি কৃষ্ণের সাথে সম্ভোগ রসে লালায়িত হন না।

গোপীগণ যবে করে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ ॥
গোপীকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয় ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/১৮৬-১৮৭)

এই হল এক কথায় নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। অপ্রাকৃত সেবা ছাড়া গোপী/সখীদের আর কিছু প্রার্থনীয় নেই। গোপী/সখী প্রেম হল স্বাভাবিক। কাম গন্ধহীন, নির্মল ও শুদ্ধ।

৪. চতুর্থত, সখীরা/গোপীরা হলেন কৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য, সখী এবং দাসী। তারা এক এক সময় এক একভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হন।

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপীকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী ॥
গোপীকা জানেন, কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম সেবা পরিপাটি, ইষ্ট সমাহিত ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/২১০-২১১)

৫. পঞ্চমত, রাধার সাথেই কৃষ্ণ অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করেন। আর সখীরা তাঁদের রসের উল্লাস বৃদ্ধির জন্য সব ধরনের উপকরণ দ্বারা সহযোগিতা করেন। রাধা যখন যেভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হন সেই সেই ভাবের উপকরণ তখন যোগান দিতে সখীরা কার্পণ্য করেন না। কারণ রাধা-কৃষ্ণের সুখেই তাঁরা সুখী।

রাধাসহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/২১৭-২১৮)

১.১২ শ্রী রাধার পরম শ্রেষ্ঠ অষ্ট সখীর পরিচয়

শ্রীমতি রাধিকার আটজন প্রধানা সখী রয়েছেন। তাঁরা হলেন নিম্নরূপ : ১. ললিতা দেবী ২. বিশাখা দেবী ৩. চম্পকলতা দেবী ৪. তুঙ্গবিদ্যা দেবী ৫. রঙ্গদেবী ৬. সুদেবী দেবী ৭. ইন্দুলেখা দেবী এবং ৮. চিত্রা দেবী। এই অষ্ট সখীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. শ্রীমতি ললিতা দেবী

রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ অনুযায়ী ললিতা দেবী হলেন শ্রীমতি রাধিকার প্রথমা এবং বরীয়সী সখী। তিঁনি শ্রীমতি রাধিকার চেয়ে ২৭ দিনের বড়/জ্যৈষ্ঠা। ললিতার অপর নাম হল অনুরাধা। এঁর মাতার নাম সারদী, পিতা বিশোক, পতি গোবর্ধন-সখা ভৈরব। তাঁর স্বভাব বামা প্রখরা, অঙ্গকান্তি গোরোচনার মতো, বস্ত্র ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়।

সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রীমতি ললিতার দৃষ্টি মধুর, কুঞ্চিতাপাঙ্গ, ভ্রূপেক্ষযুক্ত, মৃদুছন্দ, হাস্যশোভিত এবং কামোদ্দীপিত।

শ্রীমতি ললিতা দেবীর কুঞ্জে (যুথ বলা হয়) আবার তাঁর আটজন সখী আছেন : রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী এবং কলাপিনী। এই অষ্ট সখী ললিতার আনুগত্যে অবস্থান করে রাধা-কৃষ্ণের সেবায় সতত নিয়োজিত রয়েছেন।

শ্রীমতি ললিতা হলেন রাধিকার পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের মধ্যে অগ্রণী এবং সবার নেত্রী। প্রেম সম্পর্কিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে সর্বভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞা এবং সন্ধি ও বিগ্রহনীতিতে সর্ববিশারদা। শ্রীমতি রাধিকার কাছে কোন সময় কৃষ্ণ অপরাধ করলে তাঁর প্রতি ললিতা ক্রোধে মুখ উত্তোলিত করেন। কৃষ্ণের সাথে সন্ধিকালে তিঁনি উদাসীনের মতো থেকে অথবা নিরপেক্ষতার ভান করে পৌর্ণমাসী দ্বারা যুক্তির বিধানে সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেন। পুষ্পময় ভূষণ, ছত্র (ছাতা), শয্যা এবং গৃহাদি নির্মাণে তিঁনি অভিজ্ঞ। এছাড়া ইন্দ্রজাল বিদ্যা এবং প্রহেলিকা সৃষ্টিতেও ললিতা পারদর্শিনী।

শ্রী রাঁধা-কৃষ্ণের তাম্বুল সেবায় যেসব দাসী নিযুক্ত আছেন, ফুল, লতা, তাম্বুল লতা, গুবাক বৃক্ষাদির (সুপারি বৃক্ষ) অধিকারে যে সকল সখী অথবা বনদাসী নিযুক্ত আছেন এবং উৎকৃষ্ট পুষ্পমালা গাঁথতে পারদর্শী যেসব কন্যা রয়েছে, ললিতা তাদের সকলের নেত্রী বা পরিচালিকা হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

উল্লেখ্য যে শ্রীমতি ললিতার মধ্যে **"খণ্ডিতা ভাব"** পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব-সঙ্কেতিত আগমন-কাল অতিক্রম করে নায়ক (এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ

স্বয়ং) অন্য নায়িকার/সখীর সাথে রাত্রিযাপন করত প্রাতঃকালে রতিচিহ্নসহ যে নায়িকার নিকট আগমন করেন–তিনিই হলেন খণ্ডিতা। এ অবস্থায় খণ্ডিতার পক্ষে রোষ (রাগ) প্রকাশ, গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং বিরাগভিত্তিক কথাবার্তা পরিলক্ষিত হয়।

২. শ্রীমতি বিশাখা দেবী

শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর দ্বিতীয়া। শ্রী রাধার জন্মক্ষণেই এঁরও জন্ম। তিঁনি আচার এবং ব্রত নিষ্ঠার দিক থেকে রাধিকার সমতুল্য। বিশাখা দেবীর অঙ্গকান্তি বিদ্যুৎ বর্ণের ন্যায়, বস্ত্রাদি নক্ষত্রাবলির মতো। তাঁর পিতার নাম পাবন, মাতা হলেন জটীলার ভাগিনেয়ী দক্ষিণা, পতি-বাহিক।

শ্রীমতি বিশাখার কুঞ্জে (যুথে) মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, কুঞ্জরী, হরিণী, চপলা, সুরভি এবং শুভনীনা নামে অষ্ট সখী রয়েছে। এঁদের সবাইকে নিয়ে তিঁনি রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবায় নিয়োজিত।

শ্রীমতি বিশাখা রাধিকার প্রিয়নর্ম সখী, মঙ্গলময়ী, সূক্ষ্ম মন্ত্রণায় পারদর্শী, দ্যূতক্রিয়া নিপুণা, বুদ্ধিসহকারে দৌত্যে পত্রাদি, পুষ্পমালা ও বিভিন্ন ধরনের মণ্ডল অংকনে পারদর্শী। আবার সূর্য্য-আরাধনা সামগ্রী সংগ্রহ এবং ধ্রুপদ-গীতে তিঁনি বিচক্ষণা। চিত্র বিদ্যায় নিপুণা যেসব সখী আছেন, বস্ত্রাধিকারে যেসব সখী বা দাসী রয়েছেণ, সর্বদা চমৎকার আনন্দ বিধানের জন্য যেসব বনদেবী আছেন, যাঁরা পুষ্পবৃক্ষের মালিকানা লাভ করেছেন–তাঁদের সবার অধ্যক্ষা হলেন এই বিশাখা দেবী।

উল্লেখ্য সখী ভাবের দিক থেকে বিশাখা দেবী হলেন **"স্বাধীন ভর্ত্তৃকা"**। কান্ত (স্বামী/প্রভু) যার অধীন হয়ে সমীপে (নিকটে) থাকেন তাঁকে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকা বলা হয়। এক্ষেত্রে জলকেলি, বনবিহার ইত্যাদি নায়িকার আদেশে নায়ক-কৃত মণ্ডলাদি এবং কুসুম-চয়নাদি লীলা প্রকটিত হয়।

৩. শ্রীমতি চম্পকলতা দেবী

রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে তৃতীয়া। অঙ্গের বর্ণ প্রস্ফুটিত চম্পা ফুলের ন্যায়। শ্রীমতি রাধিকার একদিনের ছোট। তাঁর বস্ত্র চানপক্ষীর (স্বর্ণ চড়াই পক্ষী) তুল্য। পিতার নাম আরাম, মাতা হলেন বাটিকা, পতি চণ্ডাক্ষ। চম্পকলতা গুণের দিক থেকে বিশাখা-সদৃশ।

চম্পকলতার কুঞ্জে কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রলতিকা, কন্দুকাক্ষী এবং সুমন্দিরা নামে আটজন সখী রয়েছেন যাঁরা তাঁর নেতৃত্বে রাধাকৃষ্ণের নিয়ত সেবায় নিয়োজিত।

শ্রীমতি চম্পকলতা রাধিকার প্রিয়নর্ম সখী। তিনি দ্যূত-তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, কাজের উদ্দেশ্য গোপন রাখতে পারদর্শী, বাক্যালাপে পটু, বিভিন্ন উপায়ে এবং নিপুণতার সাথে বিপক্ষকে হারিয়ে দিতে সক্ষম। এছাড়াও ইঁনি ফল, পুষ্প এবং কন্দাদির সন্ধান প্রক্রিয়ায়, বিভিন্ন ধরনের অতি সুন্দর মাটির পাত্র নির্মাণ, ছয় ধরনের রস পরীক্ষায় ও রন্ধন শাস্ত্রে পারদর্শী এবং মিছরির বিভিন্ন খাদ্য নির্মাণে মিষ্টহস্তা।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধাদি পাকে যেসব সখী ও দাসী আছেন, কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি যে অষ্ট সখী আছেন এবং যে সকল সখী বৃক্ষ-লতার অধিকারে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের সবার অধ্যক্ষা/পরিচালিকা হলেন শ্রীমতি চম্পকলতা।

উল্লেখ্য যে সখীভাবের দিক থেকে চম্পকলতা হলেন **"বাসকসজ্জা"**। যে নায়িকা কান্তের (শ্রীকৃষ্ণের) ইচ্ছাবশত কুঞ্জে অবস্থান করত তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় নিজের দেহ এবং গৃহ/বাসর সুসজ্জিত করে রাখেন–তিনিই বাসকসজ্জা। এ অবস্থায় কামক্রীড়া-সঙ্কল্প, কান্তের আগমন পথ নিরীক্ষণ, সখীসহ বিনোদবার্ত্তা এবং ক্ষণে-ক্ষণে দূতীর প্রতি নিরীক্ষণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

৪. শ্রীমতি সুচিত্রা দেবী

রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে চতুর্থ সখী। তিঁনি শ্রীমতি রাধিকার চেয়ে ২৬ দিনের ছোট। গাত্রবর্ণ কাশ্মীরবৎ গৌর এবং বস্ত্র কাঁচের ন্যায় বর্ণযুক্ত। তাঁর পিতার নাম চতুর (বৃষভানু রাজার কাকা / পিতৃব্য), মাতা-চর্চিকা

এবং স্বামী-পীঠর। এঁর কুঞ্জে রসোল্লাসা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা, রমিলা (রামিনী), কামনাগরী, নাগরী এবং নাগবেলিকা–এই এই অষ্ট সখী রয়েছেন।

শ্রীমতি সূচিত্রা দেবী সর্বত্র প্রবেশ করতে পারেন–অভিসারে, ইঙ্গিত বিজ্ঞানে, বিভিন্ন দেশীয় ভাষায়, দৃষ্টিমাত্র মধু-ক্ষিরাদী ইত্যাদি বস্তুর গুণাগুণ পরীক্ষায়, কাঁচপাত্র গঠনে, সর্পমন্ত্রে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে, পশু-পরিচর্যায়, ঔষধাদি প্রয়োগে, মারণ-উচাটন বিদ্যায়, বৃক্ষোপচার শাস্ত্রে এবং বিবিধ পানক-নির্মাণে ইনি সবিশেষ পটু। রসোল্লাসাসহ অষ্ট সখী, পেয়াধিকারিণী সখী ও দাসীগণ এবং দিব্য ঔষধিগণের, বনস্থলীসমূহের এবং লতাবলির অধিকারিণী সখী বা দাসীদের অধ্যক্ষা হলেন সূচিত্রা দেবী।

সখীভাব বিবেচনা করলে চিত্রাদেবী হলেন **"দিবা অভিসারিকা"**।

৫. শ্রীমতি তুঙ্গবিদ্যা

শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে পঞ্চম সখী। বয়সে রাধার চেয়ে পাঁচ দিনের বড়। কর্পুর এবং চন্দন মিশ্রিত আলতার ন্যায় তাঁর গাত্রবর্ণ–অর্থাৎ এক কথায় চন্দ্রকুমারের ন্যায় তাঁর অঙ্গকান্তি। বস্ত্র এবং অলঙ্কার হল পাণ্ডুবর্ণের মতো। তাঁর স্বভাব দক্ষিণা-প্রখরা।

শ্রীমতি তুঙ্গবিদ্যার মাতার নাম মেধা, পিতা পুষ্কর এবং পতি হলেন বালিশ। তিনি রাধিকার অন্যতম প্রিয়নর্ম সখী। তাঁর কুঞ্জে মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুস্যন্দা, গুণচূড়া এবং বরাঙ্গদা নামে অষ্ট সখী বিরাজমান।

শ্রীমতি তুঙ্গবিদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিনী, সন্ধি বিষয়ে কুশলা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন, রসশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে, নাট্যবিদ্যায়, নাটক এবং আখ্যানাদি-রচনায় এবং সব ধরনের সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ। দেবতা এবং ঋষিগণ প্রণীত তৌর্যত্রিক বিদ্যায় এবং বীণাবাদনে তিঁনি বিশেষ অভিজ্ঞা।

মঞ্জু-মেধাদি অষ্ট সখী, সন্ধিকুশলা সখীগণ, সঙ্গীত, কলাবতী ও নর্তকী প্রমুখা সখী এবং জলদেবীগণের অধ্যক্ষা এই তুঙ্গবিদ্যা দেবী।

সখীভাব বিবেচনা করলে তুঙ্গবিদ্যা হলেন বিপ্রলব্ধা। সংকেত করা সত্ত্বেও যদি প্রাণনাথ কখনো আগমন না করতে পারেন, তবে যে নায়িকা অত্যন্ত ব্যথিত হন তিনিই বিপ্রলব্ধা। অর্থাৎ কান্ত কর্তৃক অন্য কারণে বঞ্চিতা নারীকেই বিপ্রলব্ধা বলা হয়। এক্ষেত্রে নায়িকার বেলায় নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূচ্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

৬. শ্রীমতি ইন্দুলেখা দেবী

শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর ষষ্ঠ সখী। তাঁর বর্ণ হরিতালবৎ উজ্জ্বল এবং বর্ণ দাঁড়িম্ব ফুলের মতো। তিঁনি রাধিকার চেয়ে তিন দিনের ছোট। মাতার নাম বেলা, পিতা সাগর, পতির নাম দুর্বল। তাঁর স্বভাব বামা-প্রখরা। তিঁনি শ্রী রাধার প্রিয়নর্ম সখী।

ইন্দুলেখা দেবীর কুঞ্জে তুঙ্গভদ্রা, রসতুঙ্গা, রঙ্গবতী, সুমঙ্গলা, চিত্ররেখা, চিত্রাঙ্গী, মেদেনী এবং মদনালসা–এই অষ্ট সখী বিরাজমান। এরা সবাই ইন্দুলেখার নেতৃত্বে রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রয়েছেন।

ইন্দুলেখা দেবী আগম এবং তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী, দন্তরঞ্জন কাজে, বিবিধ রত্ন পরীক্ষায়, পট্টডোর-নির্মাণে এবং সৌভাগ্য যন্ত্রের লিখনে ব্যুৎপন্না। তুঙ্গভদ্রাদি অষ্ট সখী তাঁর অনুগত। অলঙ্কারে, বেশে, কেশরক্ষণে এবং বৃন্দাবনস্থিত লীলাভূমির অধিকারে যেসব সখী ও দাসীগণ নিযুক্ত আছেন তাঁদের অধ্যক্ষা হলেন এই ইন্দুলেখা দেবী।

সখীভাব বিবেচনায় ইন্দুলেখা দেবী হলেন "প্রোষিত ভর্ত্তৃকা"। অর্থাৎ যে নায়িকার কান্তা দূর দেশে (দ্বারকায় বা মথুরায়) গিয়েছেন তিনিই প্রোষিত ভর্ত্তৃকা। এক্ষেত্রে প্রিয়সংকীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অস্বাস্থ্য, জাড্য এবং বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও অনুভব পরিলক্ষিত হয়। হাস্য-পরিহাস, পরগৃহে গমন, উৎসব দর্শন, ক্রীড়া ও নারীর সংস্কার (শরীরের যত্নাদি) এরূপ নায়িকা বর্জন করেন।

৭. শ্রীমতি রঙ্গদেবী

শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর সপ্তম সখী। এঁর অঙ্গকান্তি পদ্মের কেশরের ন্যায়, বস্ত্র জবাকুসুমের মতো। তিঁনি রাধিকা থেকে সাত দিনের ছোট।

তাঁর পিতার নাম রঙ্গসার, মাতা করুণা, পতি বক্রেক্ষণ (ভৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। রঙ্গদেবী এবং সুদেবী যমজ ভগ্নি। তিঁনি রাধিকার প্রিয়নর্ম সখী।

শ্রীমতি রঙ্গদেবীর কুঞ্জে কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দিরা, কন্দর্পসুন্দরী, কামলতিকা এবং প্রেমমঞ্জরী–এই অষ্ট সখী রয়েছেন।

রঙ্গদেবী সদাসর্বদা হাস্যরঙ্গ এবং কৌতুকপ্রিয়। কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেও শ্রীমতি রাধাকে পরিহাস করত কৌতুক করেন। ষড়গুণের চতুর্থ বিষয়ে (আসন) যুক্তিকারিণী। পূর্বে তপস্যা করে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছেন।

বিচিত্র অঙ্গরাগ নির্মাণে এবং গন্ধলেপনাদি কার্যে নিযুক্ত সখীগণ, কলকণ্ঠী প্রমুখ অষ্ট সখী এবং যেসব সখী এবং দাসী ধূপদান কাজে, শীতকালে অঙ্গারধারণে, গ্রীষ্মে ব্যজনে এবং বন্য বা গৃহপালিত পশু-পক্ষী ইত্যাদির অধিকারে নিযুক্ত আছেন–তাঁদের সবার নেত্রী হলেন এই রঙ্গদেবী।

সখীভাব বিবেচনা করলে তাঁকে **"উৎকণ্ঠিতা"** বলা হয়। নিরপরাধ কান্তের আগমনে বিলম্ব হলে যে নায়িকা উৎসুক চিত্তা হন তাকে উৎকণ্ঠিতা বলা হয়। তিন সময়ে উৎকণ্ঠা হতে পারে : (i) বাসক-সজ্জা অবস্থায়/দশায় (ii) মান বিরতিতে–অর্থাৎ কলহান্তরিতা অবস্থায়/দশায় এবং (iii) নায়ক-নায়িকার পরাধীনতাবশত সঙ্গম বাধায়। এতে হৃদয়ের তাপ, কম্প, হেতু-বিতর্ক, অরতি, বাষ্পমোচন এবং নিজের অবস্থা বর্ণনার ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

৮. শ্রীমতি সুদেবী

শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর শেষ সখী। ইনি রঙ্গদেবীর যমজ ভগ্নি। অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায়। তার পতি–রঙ্গদেবীর স্বামী বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিঁনি শ্রী রাধার অন্যতম প্রিয়নর্ম সখী। তাঁর বস্ত্র প্রবালের ন্যায়। শ্রীমতি সুদেবীর কুঞ্জে কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী এবং মনোহরা–এই অষ্ট সখী বিরাজমান।

সুদেবী শ্রীমতি রাধিকার কেশ পরিচর্যা, অঞ্জন প্রদান এবং অঙ্গসম্বাহন করতে সব সময়ই তাঁর পাশে অবস্থান করেন। শুক-সারীর

শিক্ষায়, শুভাশুভ চিহ্ন নির্দেশে, পশু-পক্ষীর ভাষাজ্ঞান, চন্দ্রোদয়-মেঘ-বহ্নি বিদ্যা এবং শর্য্যারচনায় নিপুণা যেসব অষ্ট সখী নিযুক্ত আছেন, আসনের অধিকারে নিযুক্তা যেসব সখী ও দাসী, বিপক্ষীয়গণের মনোভাব এবং কলাকৌশল জানতে যেসব ধূর্ত নারী বিভিন্ন বেশে চারণ করেন, যারা বন্য ও গৃহপালিত পশু-পক্ষীর অধিকারে রয়েছেন, সেসব সখী এবং বন দেবীদের অধ্যক্ষা হলেন এই সুদেবী।

সখীভাবে সুদেবী হলেন "কলহান্তরিতা"। অর্থাৎ যে নায়িকা সখীগণের সামনে পদাবনত কান্তকে ক্রোধে নিরসন করে পরবর্তী সময়ে অনুতাপ করেন। এক্ষেত্রে প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

পাঠকদের সুবিধার জন্য উপরে বর্ণিত অষ্ট সঙ্গীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে একটি টেবিলের সাহায্যে উপস্থাপন করা হল।

অষ্ট সখীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি

সখীর নাম	বর্ণ	বস্ত্র	সেবা	ভাব	কুঞ্জ	বয়স (বছর, মাস, দিন)
১. ললিতা	গোরোচনা	ময়ূরপুচ্ছ	তাম্বুল	খণ্ডিতা	বিদ্যুৎ	১৪/২/১৪
২. বিশাখা	বিদ্যুৎ	তারাবর্ণী	কর্পূরাদি	স্বাধীন ভর্তৃকা	মেঘবর্ণ	১৪/২/১৫
৩. চম্পকলতা	চম্পক	চানপক্ষীবর্ণ	চামর	বাসকসজ্জা	তপ্ত স্বর্ণবর্ণ	১৪/২/১২
৪. সুচিত্রা	কাশ্মীর	কাঁচপ্রভা	বস্ত্রালঙ্কার	দিবা অভিসারিকা	কিঞ্জলক বর্ণ	১৪/২/১৬
৫. তুঙ্গবিদ্যা	চন্দ্রকুমার	পাণ্ডুবর্ণ	গীতবাদ্য	বিপ্রলব্ধা	অরুণ বর্ণ	১৪/২/১৩
৬. ইন্দুলেখা	হরিতাল	দাড়িম্ব কুসুম	নৃত্য	প্রোষিত ভর্তৃকা	স্বর্ণ বর্ণ	১৪/২/১৯
৭. রঙ্গদেবী	পদ্মরঞ্জক	জবাকুসুম	অলক্ত	উৎকণ্ঠিতা	শ্যামবর্ণ	১৪/৩/২০
৮. সুদেবী	সুবর্ণ	প্রবালবর্ণ	কেশ সংস্কার	কলহান্তরিতা	হরিৎবর্ণ	১৪/৩/২০

অষ্ট সখীর প্রণাম মন্ত্র

কারুণ্যবল্ললতিকে ললিতে নমস্তে।
রাধা-সমান গুণ চাতুরিকে বিশাখে।
তাং নৌমি চম্পকলতেহচ্যুতে চিত্ত চৌরে।
বন্দে বিচিত্র চরিতে সখি চিত্রলেখে।
শ্রীরঙ্গদেবী দয়িতে প্রণয়াঙ্গ রঙ্গে।
তুভ্যং নমোহস্তু সুখলাস্য সরিৎ সুদেবী।
বিদ্যাবিনোদ সদনেহসি তুঙ্গবিদ্যে।
পুর্ণেন্দু খণ্ড নগরে সুসখী ইন্দুলেখে।

১.১৩ শ্রী রাধার নাম মাহাত্ম্য

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের বিভিন্ন স্থানে শ্রী রাধা নামের মাহাত্ম্য পাওয়া যায়।

ক. এই পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে বলা হয়েছে—

১. "রা" শব্দ উচ্চারণ করলে ভক্তের মুক্তি সুলভ হয়। "ধা" শব্দ উচ্চারণে মন হরি পদে ধাবিত বা আকৃষ্ট হয়।

২. "রা" শব্দ দানবাচক। "ধা" শব্দ নির্ব্বানবাচক। যিনি (নির্ব্বান) পরমানন্দ দান করেন তিনিই রাধা।

৩. "শ্রী রাধার বাম অংশ থেকে মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি। এই মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ধামে চতুর্ভূজ নারায়ণের পত্নীরূপে বিরাজ করেন।

খ. আবার শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে বর্ণিত আছে—

১. "র"-কার উচ্চারণ করলে কৃষ্ণের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি এবং দাস্য ভাবের উদয় হয়। এছাড়াও সর্বলোকের বাঞ্ছিত সদানন্দ এবং সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি লাভ হয়।

২. "ধ"-কার উচ্চারণ করলেও সাষ্টি এবং সারূপ্য লাভ করে শ্রী হরির সমলোকে তত্তুল্যকাল বাস হয়।

৩. "আ"-কার উচ্চারণ করলে তেজোরাশি বৃদ্ধি হয় এবং শ্রী-হরিতে দান, যোগ শক্তি, যোগমতি এবং সর্বময় শ্রীহরির স্মৃতি লাভ হয়।

গ. একই পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মাহাত্ম্য খণ্ডে বলা হয়েছে-

১. "র"-কার উচ্চারণ করলে জীবের কোটী জন্মের পাপ এবং শুভ ও অশুভ কর্ম এবং কর্মফল নাশ হয়।
২. "আ"-কার উচ্চারণ করলে গর্ভ যন্ত্রণা, মৃত্যু এবং রোগব্যধি নাশ হয়।
৩. "ধ"-কার উচ্চারণ করলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়।
৪. "আ"-কারে ভব বন্ধন (জড় জগতের) মুক্ত হয়।

এক কথায় বলা যায় রাধা নাম শ্রবণ, কীর্ত্তণ ও স্মরণে পাপ-তাপ দূর হয় এবং জীবের পরম আনন্দ লাভ হয়। এতে কোন সংশয় নেই।

ঘ. মহাভারতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ কৌরব বাহিনীর বল, বীর্য ও সামর্থ দেখে অর্জুনের মঙ্গলের জন্য বললেন—

"হে মহাবাহু অর্জুন! তুমি নির্মল হৃদয়ে যুদ্ধের সমুখে এসে শত্রুদের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তব কর।"

এখানের দুর্গা কিন্তু শিবপত্নী মহামায়া নন, বরং কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া এবং তিনি একদা নন্দগোপ সুতা। এই দুর্গা আবার 'শ্রী'। তাই রাধার ঐশ্বর্য শক্তি এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। আর অর্জুন দুর্গার যেসব স্তব করেন তার মধ্যে শ্রী রাধার সহস্র নামের সংহতি আছে।

১.১৪ শ্রী রাধার অষ্টভাব

শ্রীরাধিকা অষ্টভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের সাথে বিলাস রস আস্বাদন করেন। এই অষ্টভাব হল নিম্নরূপ।

১. **খণ্ডিতাভাব :** শ্রী রাধার কাছে আসার সময় অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময় অন্য নায়িকা/সখীর সাথে রাত্রি যাপন করতেন। প্রাতঃকালে রতিচিহ্নসহ রাধার সামনে উপস্থিত

হলে তাঁর যে অবস্থা হয় তাকে খণ্ডিতাভাব বলে। এই অবস্থায় শ্রীরাধা কৃষ্ণকে দেখে গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রাগান্বিত হন এবং কৃষ্ণ কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলে বিরাগ ভাব প্রকাশ করেন।

২. **স্বাধীন ভর্তৃকা :** কৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার অধীন হয়ে কাছে অবস্থান করেন তখন রাধাকে স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকা বলা হয়। এক্ষেত্রে রাধিকার আদেশে কৃষ্ণ মণ্ডলাদি অংকন, কুসুম চয়ণ, জলকেলি, বনে বিহার ইত্যাদি লীলা করেন। নায়ক (কৃষ্ণ) যদি প্রেমবশ্য হয়ে ক্ষণকালও ত্যাগ করতে সমর্থ না হন তখন স্বাধীন ভর্তৃকাকে (রাধা) মাধবী বলা হয়।

৩. **বাসক সজ্জা :** শ্রী রাধা কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে কুঞ্জে অবস্থান করে তার আগমন প্রতীক্ষায় নিজের দেহ এবং গৃহ/বাসর সুসজ্জিত করেন। এই অবস্থাকে বাসক সজ্জা বলে। এই অবস্থায় শ্রী রাধা কাম ক্রীড়া সঙ্কল্প, কৃষ্ণের আগমন পথ নিরীক্ষণ, সখীদেরসহ কান্তের কুশল বার্তা এবং প্রতিক্ষণে দূতীদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুলিতা থাকেন।

৪. **বিপ্রলব্ধা :** সংকেত করলেও যখন কৃষ্ণ রাধা সমীপে আগমন করতে না পারেন তখন শ্রী রাধা অত্যন্ত ব্যথিত হন। একে বিপ্রলব্ধা অবস্থা বলা হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ কর্তৃক কোন কারণে শ্রী রাধা বঞ্চিত হলেই তাঁর মধ্যে বিপ্রলব্ধা ভাবের উদয় হয়। এক্ষেত্রে শ্রীরাধার ক্ষেত্রে নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মুচ্ছা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

৫. **প্রোষিত ভর্তৃকা :** কৃষ্ণ যখন দূরদেশে—অর্থাৎ দ্বারকা বা মথুরায় অবস্থান করেন বা চলে যান তখন শ্রী রাধার মধ্যে প্রোষিত ভর্তৃকা ভাবের উদয় হয়। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, রাত্রি জাগরণ, মালিন্য, অস্বাস্থ্য, জাড্য এবং বিভিন্ন চিন্তা এবং অনুভব রাধার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হাস্য-পরিহাস, পরগৃহে গমন, উৎসাদি দর্শন, শরীরের যত্নাদি ইত্যাদি শ্রী রাধা বর্জন করেন।

৬. **উৎকণ্ঠিতা :** কৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব হলে শ্রী রাধা উৎসুক চিত্তা হন। এই ভাবকেই উৎকণ্ঠিতা বলা হয়। এই সময়ে রাধার হৃদয়ে তাপ, কম্প, কৃষ্ণের বিলম্বের কারণ হেতু তর্ক-বিতর্ক, অশ্রুপাত এবং নিজের অবস্থা বর্ণনার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। বাসক সজ্জার দশা শেষে মান যে স্থলে না হয়, কৃষ্ণের পারবশ্য বিচারে এবং সঙ্গমাভাবে উৎকণ্ঠা হয়।

৭. **কলহান্তরিতা :** কৃষ্ণের সাথে কোন কারণে কলহ হলে অনেক সময় কৃষ্ণ রাধিকার পদাবনত হন। ঐ সময় অতিরিক্ত রাগবশত রাধিকা কৃষ্ণের সাথে বিলাসে অরাজি হন। পরে এই বিষয়ে অনুতাপ করেন। এক্ষেত্রে রাধিকা প্রলাপ করেন, তাঁর মনে সন্তাপ এবং গ্লানির সৃষ্টি হয়। তাঁর হৃদয় থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে।

৮. **অভিসারিকা :** সময় এবং সুযোগ পেলেই রাধিকা কৃষ্ণের সাথে বিভিন্ন স্থানে অভিসার করেন। এই জন্য তাকে অভিসারিকাও বলা হয়।

শ্রী রাধিকা যখন শুক্লপক্ষে শুভ্রবর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক কৃষ্ণের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করেন তখন তাঁকে জ্যোৎস্না-অভিসারিকা বলা হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষে কালো বর্ণের পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক যখন যাত্রা করেন তখন তাঁকে তমো-অভিসারিকা বলা হয়। অভিসারিকারূপে গমনকালে শ্রী রাধা লজ্জায় নিজের অঙ্গে লীন, নিঃশব্দ, অলঙ্কৃত কৃতাবগুণ্ঠ হয়ে একজন সখীকে সঙ্গে নিয়ে গমন করেন।

বিভিন্ন সময়ে একেকভাবে ভাবিত শ্রী রাধাকে তার পরম শ্রেষ্ঠ সখীদের মধ্যে একেকজন একেকভাবে সহায়তা করেন। একজন সখী তাকে সবসময় একভাবে সহায়তা না করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

শ্রীল প্রভুপাদ।